ভক্তের শ্রীভগবান্

(পৌরাণিক ধর্ম্মমূলক নাটক

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

বৈশাখ, ১৩৪৪]

মূল্য ৸০ আনা

প্রকাশক—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়
গোলাপ পাব্লিশিং হাউস
১২, হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা

[তৃতীয় সংস্করণ]

মুদ্রাকর—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়
গোলাপ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১২, হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা

পাত্র-পাত্রী

পাত্র

শ্রীকৃষ্ণ, নারদ।

বিকর্ম্মা	... ...	সুদামার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
সুদামা	... ...	শ্রীকৃষ্ণ-সখা, ভগবদ্ভক্ত।
গোবিন্দ	... ...	ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ।

রাখালগণ ও প্রহরীদ্বয়।

পাত্রী

যমুনা	... ...	বিকর্ম্মার স্ত্রী।
সুনীতা	... ...	সুদামার স্ত্রী।
মালতী	...	অসহায়া সুনীতার আত্মীয়া বিধবা ভগিনী।

সত্যভামা, রুক্মিণী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণ।



কয়েকখানি বাছা বাছা নাটক

স্বপ্রসিদ্ধ নাট্যকার

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

জয়দেব	...	১৲	তারা	...	১॥০
প্রবীর পতন বা জনা		১।০	অলর্ক	...	১॥০
দাতাকর্ণ	...	১।০	বিদুর	...	১॥০
কালকেতু	...	১।০	মান	...	১॥০
কালাপাহাড়	...	১।০	অতিথি-সৎকার	...	১॥০
প্রহ্লাদ চরিত্র	...	১।০	শ্রীগৌরাঙ্গ	...	১॥০
শুকদেব চরিত্র	...	১।০	মেঘনাদ	...	১॥০
ভৃগুচরিত্র	...	১॥০	ক্ষণাদেবী	...	১॥০
পদ্মিনী	...	১॥০	জয়লক্ষ্মী	...	১॥০
চাণক্য	...	১॥০	ভক্তের শ্রীভগবান	...	৸০
দুর্গাসুর	...	১॥০	সংজ্ঞার স্বয়ংবর	...	১।০

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

রাজা যদুমল্ল	...	১॥০	প্রহ্লাদ	...	।০
পতিব্রতা	...	১॥০	ঠোকাঠুকি	...	।

গোলাপ পাব্লিশিং হাউস

১২, হরীতকী বাগান, কলিকাতা

৩৬৭৩

ভক্তের শ্রীভগবান

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

[চণ্ডীমণ্ডপ]

ক্রোধান্ধ বিকর্ম্মার বেগে প্রবেশ।

বিকর্ম্মা। আজই ঘাড়ে ধ'রে বার করবো, তবে আমার নাম বিকর্ম্মা। সুদামা যে লেখাপড়া শিখে বংশের কুলাঙ্গার হয়েছে, তা কে জান্ত! ভেবেছিলুম, ভাই আমার সান্দীপনি মুনির কাছে লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হয়ে এল, এবার দুপয়সা উপায়-উপার্জ্জন করে সংসারের উন্নতি সাধন করবে! তা সে সব চুলোয় গেল—কেবল লোকের দোরে দোরে ঘুরবে, আবোল্ তাবোল্ বকবে—কৃষ্ণ আমার বন্ধু! আরে মর্, কৃষ্ণ তোর বন্ধু, তাতে আমাদের হয়েছে কি? কৃষ্ণ কি ছাতি দিয়ে মাথা ঢাকবে? একটা পয়সা-কড়ি উপার্জ্জনের চেষ্টা নেই, কেবল "কৃষ্ণ বন্ধু, কৃষ্ণ বন্ধু" করে পাড়ার লোকগুলোকে পর্য্যন্ত অস্থির করে তুলেছে! আজ ছোঁড়ার একবার দেখা পেলে হয়, অমনি গলায় দোব ধাক্কা। আর গোবিন্দ বেটা, বেটা কোট্না—বেশ ভিজে বেরালটীর মত—খেতে পায় না, পরতে পায় না—শুক্‌নো মুখে চাকর থাকবো বলে বাড়ীতে এসে ঢুকলো!—এখন দেখনা বেটার আক্কেল, কোনও কাজ-কর্ম্মটী করবার

নাম নেই, কেবল সেই সুদামা ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে! ঐ যে ছোঁড়া আসছে! আসুক না। আজ বড় বৌকে বলে এসেছি, বেটার রুটি বন্ধ!

হাসতে হাসিতে গোবিন্দের প্রবেশ।

গোবিন্দ। হাঁ দাদাঠাকুর, হাঁ দাদাঠাকুর, তুমি বড়দিদিমণিকে বলে দিয়েছ, আমার নাকি রুটি বন্ধ?

বিকর্ম্মা। শুধু তোর বন্ধ? তোর বন্ধ, তোর বাবার বন্ধ, তোর চোদ্দপুরুষের বন্ধ! বেটা চোর—বেটা নিমকহারাম—বেটা তেঁদড়া—বেটা নইবোড়—বেটা কোট্না—বেটা রাখাল—বেটা ছুঁচো—বেটা পাজি—বেরো বেটা, তুই আমার বাড়ী থেকে বেরো—

গোবিন্দ। কেন দাদাঠাকুর রাগ করছ? আমি কি করলুম?

বিকর্ম্মা। করবিই যদি, তাহলে বলব কেন? কিছু করবিই যদি, তাহলে লোককে কি লোক বলে থাকে? বেটা কুঁড়ে—বেটা আলসে—বেটা অকর্ম্মা—তুই বিকর্ম্মাকে কি গোকুলের ষাঁড় সুদামা ছোঁড়ার মত বলদ পেয়েছিস্? এত বোকা নই ছোকরা! চার কড়া কড়ি নিয়ে তবে বাস্তুতে পাকা দালান-কোঠা তুলেছি। ধানে মুখ দিয়ে চরিনি ধন! গতর না খাটিয়ে খাইনি। গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরিনি। দিন দশটা মুদ্রা নিখুঁত কামিয়ে নিয়ে তবে ঘরে ফিরি—তবে এই দালান-কোঠা।

গোবিন্দ। তা দাদাঠাকুর, তোমার সঙ্গে তুলনা কার? তবে কি জান্লে দাদাবাবু, সুদামা দাদা বলে—বড় দাদা আমাদের চিনির বলদ। বয়—খায় না, পাঁচজনকে দেয় না।

বিকর্ম্মা। কি এত বড় স্পর্দ্ধা! এত চেটানে কথা! ছোট ভাই হয়ে এত বড় কথা! আজই তাড়াব, সুদামার মুখ আর দেখব না! খুনখারাপি করব! এ বাড়ী কার! কে এ পাকা দালান-কোঠা করেছে? এতে

তার স্বত্ব কি? নয় মাম্‌লা হবে—যত টাকা লাগে তত টাকা দোব। যাহা বাহান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন। গোবিন্দ বল্‌ত, সে ছোঁড়া কোথা? ঘাড় ধ'রে নিয়ে আস্‌বি তাকে। এত বড় স্পর্দ্ধা তার, আমাকে বলে চিনির বলদ! না আমিই যাচ্ছি—আজ ছোঁড়ার একদিন কি আমার একদিন। গোবিন্দ আয় ত! [বেগে প্রস্থান।

গোবিন্দ। (চীৎকার) ওগো—দেখনা গো সব পাড়াপড়শি, বড় দাদাঠাকুর সুদাবা দাদাকে মারতে ছুটেছে।

বিকর্ম্মার পুনঃ প্রবেশ।

বিকর্ম্মা। অ্যাঁ, তবে রে বেটা নিমকহারাম! (সম্মুখস্থ উদ্যানের বেড়া ভাঙ্গিয়া বংশদণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক) মার্ মার্, আজ সব বেটাকে মার্। সব মাথা ফাটাব, বাপের বংশ লোপ করব। আমার খাবে, আমার নেবে, আমার পরবে—আর আমারি বুকে বসে দাড়ি উপড়োবে। মার্—মার্—মার্—(গোবিন্দকে আক্রমণ) বেরো বেটা—বাড়ী হতে বেরো—

গোবিন্দ। ওগো বড় বৌদিমণিগো—বড়দা খুন করলে গো—

দ্রুতপদে যমুনার প্রবেশ।

যমুনা। (বিকর্ম্মার যষ্টিধারণ পূর্ব্বক) বলি পাগল হলে নাকি? পরের ছেলের গায়ে যে হাত তুলচ? দুটী পেটের ভাতের জন্যে যারা তোমার বাড়ীতে দিনরাত্তির পড়ে থাকে, তাদের কি এমন করে?

বিকর্ম্মা। এমন করে না ত কেমন করে? আমার খাবে, আমার পরবে, আর আমারই উঠন চষবে! তাকে পূজো করব, কেমন নয়? সর্ বল্‌ছি বড়বৌ, আমার মগজ গরম হয়ে উঠেছে। জানিস্ ত আমি মুখ্যু-শুখ্যু লোক। অনেক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তবে এই দালান-কোঠা করেছি, এ আমি সহ্যি কর্‌তে পার্‌ব না। ভাই যিনি, পাড়ায় পাড়ায় খোসগল্প করে বেড়াবেন, তাঁর কে কৃষ্ণ-বন্ধু আছে, তাই নিয়ে

সেই অহঙ্কারে মস্‌গুল থাকবেন, উপায়-উপার্জ্জনের নাম মাত্র নেই! আর যিনি চাকর, তিনি তার সঙ্গে যোগ দিবেন, আমার ছিদ্র অনুসন্ধান করবেন, তাদের আমি কিছুই বল্‌তে পারব না, এমন পাঠ আমার বাপে কখন পড়ায়নি বড়বৌ!

যমুনা। হাঁ রে গোবে, এসব কথা কিরে? কর্ত্তার সঙ্গে তুই লাগিস্ কেন ভাই?

গোবিন্দ। কেন দিদিমণি, আমি দাদাঠাকুরের সঙ্গে লাগ্‌ব! আমি কি এত বোকা, যে আমায় খাওয়ায়, যে আমায় পরায়, যে আমায় ভালবাসে, আমি কি তার অনাস্থি করতে পারি! আরে ছিঃ ছিঃ দাদাঠাকুর, তুমি এমন কথাটা বলতে পারলে? তোমার মুখে একটু বাধ্‌ল না?

বিকর্ম্মা। শুনছ বড়বৌ, আমি মিথ্যাবাদী!

গোবিন্দ। শুনছ দিদিমণি, পরের ছেলে বলে দাদাঠাকুরের কি অশ্রদ্ধা! উনি মিথ্যাবাদী নন্, তাহলে আমিই মিথ্যাবাদী?

বিকর্ম্মা। তুই মিথ্যাবাদী ন'স্?

গোবিন্দ। বেশ, তাহ'লে আমি তোমার বাড়ীতে থাক্‌তে চাইনি। আমার পাওনা মিটোও, গরিবের ছেলে দেশে চলে যাই।

বিকর্ম্মা। তোর আবার পাওনা কি? তোকে কি মাইনে দোব বলে রেখেছিলুম?

গোবিন্দ। তাহলে তুমি কি ছোট ভাইকে কেবল বেটা বলে গাল দেবার জন্যে রেখেছিলে দাদাঠাকুর! শুন বড় বৌদিমণি, আমি এ কথা বলতে পারি কিনা?

যমুনা। যাক্ ভাই, কর্ত্তা তোর বড় ভাই; বড় ভাই এক কথা বলেছে বলে রাগ করিস্‌নি। তুই বাঁশী ভালবাসিস্, আমি তোকে বরং একটা বাঁশী কিনে দোব।

বিকর্ম্মা। তুমি বাঁশী কিনে দিবে? নন্দের গোপাল উনি, বাঁশী নিয়ে কদম-তলে রাধে রাধে বলে বাঁশী বাজাবেন! দেখ বড়বৌ, তুমিই গোবিন্দের আর সেই মুখপোড়া পণ্ডিত ভাই সুদামার মাথাটী খেলে!

গোবিন্দ। তা কেন গো, তুমি আমার পাওনা মিটিয়ে দাও না! আমিত বল্‌ছি, আমি চলে যাচ্ছি। পরের গরু চরিয়েও ত খেতে পারবো।

বিকর্ম্মা। শুনছ, শুন্‌ছ বড়বৌ, চাকরের কথা শুন্‌ছ? তুমি আবার ওর তোষামোদ কর?

যমুনা। দেখ, একটু মুখের রাখ্‌ঢাক্ রাখ, কেবল পরের ছেলেকে চাকর চাকর বল না। ও কি মনে করবে বল দেখি?

বিকর্ম্মা। ওঃ এতদূর, তুমিও আমার সঙ্গে তাহলে লেগেছ! চাকরকে চাকর বলতে পার্‌ব না! ও বেটা যা তা করবে, আমাকে ওর তোষামোদ করতে হবে—কেমন? ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ দালান-কোঠা! আমি কিছুই চাই না। আমি সন্ন্যাসী হব, ভিখারী হব, ঘটি কম্বল নেবো, গাছ তলায় থাক্‌ব, কাজ নাই আমার সাধের সংসার! ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ সব দালান-কোঠা। [বেগে প্রস্থান।

যমুনা। গোবিন্দ, যা ভাই, রাগী মানুষকে একটু ঠাণ্ডা করে নিয়ে আয়! আমি ঠাকুরপোকে দেখিগে, দুভেয়ে যেন এখন আর দেখা হয় না। [দ্রুতপদে প্রস্থান।

গোবিন্দ। **গীত**

অবলা কি জানি গুণ ধরে।
নিঙড়ে অধরে মাধুরী সুরঙ্গ, নয়নে লালসা রভসে ঝরে।
আরে আরে মোর রাই, এ গজগামিনী—
ত্রিভুবন-বিজয়িনী মালা,

তনু অতি কোমলাঙ্গী, বঙ্কবিহারিণী,
অবলা—নিরমলা চারুবালা।
অপরূপ রূপ-সায়রে, সেয়ানী কমলিনী,
বর নাগরে চমকে ঠারে,
হেরি হেরি আশ না মিটল, ফাঁস পসারল,
শ্রীহরি ফুকারিতে নারে।

—:o:—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

[কক্ষ]

সুদামা ও সুনীতার প্রবেশ।

সুদামা। শোন গৃহিণি! আমার সুখময় অধ্যয়ন-জীবন—কি পরম রমণীয় ও পবিত্র ছিল। ভাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সেই বৃহস্পতি তুল্য আচার্য্য সান্দীপনি মুনি-আশ্রমে এক কুটিরে একত্রে এক সঙ্গে বাস করতাম।

সুনীতা। ও আর ছাই ভাল লাগে না, শুনে শুনে হাড় জ্বালাতন হ'ল, মাস কালি হ'ল, কাণ ঝালাপালা হয়ে উঠেছে।

সুদামা। শোন সুনীতা! বড় মধুর—বড় আনন্দ ছিল—সেই দেব-স্বভাব ঋষির তপোবনে—আমার বন্ধু কৃষ্ণের সহমিলনে। একে মুনির আশ্রম শান্তিনিকেতন, তায় স্বয়ং ঋষি সৌম্যের অবতার। মনে হ'ত, সেখানকার তরুলতাটি পর্য্যন্ত যেন লোকালয় ত্যাগ করে সংযমের জয়-পতাকা ধ'রে অহিংসা, দয়া, সরলতা নিয়ে সেইখানেই আশ্রয় পেয়েছে! ঋষি সযত্নে তাদের রক্ষা করতেন। ময়ূর-ময়ূরী, চক্রবাক-চক্রবাকী, ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চী, কপোত-কপোতী, হরিণ-হরিণী নিত্য সেই ঋষির আশ্রমে অতিথি ছিল। মা অন্নপূর্ণারূপিণী গুরুপত্নী সমস্নেহে তাদের সেবা করতেন।

সুনীতা। ওগো মাপ কর, আর তোমার বন্ধু কৃষ্ণের পীরিতি আর গুরুঠাকুরের পাতার কুঁড়ের বর্ণনা আমার ভাল লাগে না; আর শুন্তে পারি না। কি পাপ করেছিলুম মা, আর অপর কোন কথা নেই, ঐ কেবল সেই আমার বন্ধু এই করত, আমাকে এত ভালবাসত, আমার গুরু এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন। ভাল, তাহলে বিয়ে করা কেন? পরের মেয়ে পায়ে করে এনে এমন করে পায়ে আবার থেঁৎলান কেন? সেই গুণের বন্ধুর গুণের প্রাণ নিয়ে, সেই গুণের গুরুর ভাঙা কুঁড়েয় দুজনে একটি হয়ে মুখো-মুখি করে পড়ে থাক্‌লেই ত হ'ত! উনি বন্ধু বন্ধু করে পাগল, কিন্তু গুণধর বন্ধু যিনি, তিনি ত এখন দ্বারকার রাজরাজেশ্বর। কৈ দীন বন্ধুর কখন কোনও খোঁজ-খপর নিয়েছেন কি? ছিঃ ছিঃ ছিঃ, অনেক অনেক রকমের পাগল দেখেছি, কিন্তু এমন বিটকেল বেয়াড়া পাগল আর কখন দেখিনি।

সুদামা। সুনীতা তুমি বলছ বটে, কিন্তু আমার বন্ধুকে তুমি যদি কখনও দেখতে, কোন দিন তার সঙ্গে পরিচিত হতে, তাহলে বুঝতে যে, সে কি স্বর্গের রত্ন! সে কি রূপ!

সুনীতা। ওগো, সে এক অপরূপ, তা বুঝেছি, আর তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে না।

সুদামা। যেন কোটী রবি-শশী মদনের রূপের সঙ্গে মিশে একত্রে খেলা করছে। তাকে দেখলেই মনে হয়, যেন সুধা ছাঁকা নূতন এক সুধার সৃষ্টি! কি সুন্দর চিকণ তনু তার, তার আর তুলনা নেই! ভাষা-অভিধানে, ছন্দে ভাবে অলঙ্কারে কোথাও পাবে না! মরি মরি অঞ্জনলিপ্ত চক্ষু দুটী তার খঞ্জনকে গঞ্জনা দিচ্ছে, চাঁদ নিঙড়ে নেওয়া কোমলতা তার সর্ব্বাঙ্গে ঝরছে! সুনীতা, রক্ত জবা দেখেছ?

সুনীতা। হরি কহ, রক্ত জবা কি মেয়ে মানুষে দেখতে পায়? যার সঙ্গে তোমার বন্ধুর তুলনা হবে?

সুদামা। সুনীতা, বন্ধুর আমার গণ্ডখানি তার চেয়ে অরুণাভ! ওষ্ঠ যেন বিম্বফল! কণ্ঠ কম্বুর মত, স্বর মরি ভ্রমর সহিত কোকিলের স্বর! পরিধানে জ্যোতির্ম্ময় পীতাম্বর, কাঁচা স্বর্ণ হরিদ্রা যেন তার সার উজ্জ্বল দীপ্তি সেইখানে রেখে নরচক্ষুকেও স্তম্ভিত করছে। কুসুমস্তবকজয়ী সুষমা-রাশি—সে কি দেখে কখনও ফুরায়? না, ব'লে কখন রসনা তৃপ্ত হয়?

সুনীতা। ওগো, রক্ষা করগো, প্রাণ যে যায় যায় হতে বসল! আর তোমার বন্ধুর রূপের তুফানে গরীব বামুনের মেয়েকে হাবুডুবু খাইওনা গো! আমাকে এখনি বিদায় কর, যদি দিন কতক বাঁচতে পারি, তার চেষ্টা করি। এত রূপবর্ণনার রস মানুষ হজম করতেও পারে না, আর কখন তা খেয়েও বাঁচতে পারে না।

সুদামা। সুনীতা, ব্যঙ্গ করছ, কিন্তু একবার বন্ধুর রূপ তোমার চক্ষে পড়লে চোখ আর পাল্‌টাতে পার্‌তে না।

সুনীতা। একেবারে টেরা হ'য়ে যেতাম। রক্ষে তোমার বন্ধুকে দেখিনি! আমি আবার ছাই টেরী মেয়েমানুষকে দেখতে পারিনি! ছিঃ মরণ আমার! ওমা, নিজেকে নিজে দেখতে পার্‌তাম না? নিজে জ্বলে পুড়ে মর্‌তাম? যাক্, তুমি ত অমন করে বেড়াচ্ছ—

সুদামা। কেমন ক'রে বেড়াচ্ছি সুনীতা!

সুনীতা। কেমন ক'রে বেড়াচ্ছ জান না? বলি উপায়-উপার্জ্জনের কি হচ্চে?

সুদামা। উপার্জ্জন প্রয়োজন?

সুনীতা। প্রয়োজন? বড়্‌ঠাকুরের ঝাঁটা খাওয়া হতে রক্ষা পাওয়া।

সুদামা। সে কি কথা?

সুনীতা। কথা ভাল, তোমাকে বল্লে ত শুন্‌বে না! কবে থেকে বলছি, দেখ উপায়-উপার্জ্জনে মনোযোগী হও, বড়্‌ঠাকুর চিরদিন

আমাদের খাওয়াবেন না। তাঁর দোষ কি? তিনি ত আগে হতে স্পষ্টই ব'লে আসছেন। আজ আবার স্পষ্টই বললেন, ছোট বৌমা, আমাদের হাঁড়িতে আজ তোমাদের চাল নেওয়া হবে না, তোমরা পৃথক রন্ধনের ব্যবস্থা কর।

সুদামা। তারপর? বড় বৌদিদি কি বল্লেন?

সুনীতা। দিদি—দিদি ত আর মানুষ নন্! অমন দেবী আমার চোখ টিপে ইসারা করলেন, বল্লেন, ছোটবৌ, তুই ওঁর কথা শুনিস্‌নে।

সুদামা। তাহলে আর খাবার চিন্তার কথা কি আছে সুনীতা!

সুনীতা। ঐ তোমার এক কথা, বড় দিদি নয় তাঁর দেবী প্রকৃতিতে আমাদের সন্তানের মত দেখেন, কিন্তু তিনি ত আর স্বাধীনা নন্! তিনি পতিব্রতা, স্বামীর আজ্ঞা কতদিন স্নেহে লঙ্ঘন করবেন?

সুদামা। তা বটে, তা দাদা যদি নাই খেতে দেন, তা আমাদেরই বা এমন অভাব কি হবে, যার জন্যে বিশেষ কিছু ভাবতে হবে? রাজ-রাজেশ্বর পরমৈশ্বর্য্যশালী দ্বারকাধিপতি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যার বন্ধু, সে সুদামার কি অভাব থাকতে পারে, তুমিই বিবেচনা করনা সুনীতা!

সুনীতা। তা আমি মেয়েমানুষ কেমন করে জানব যে, তোমার বন্ধু তোমার সব ভার গ্রহণ করবেন কি না? সে তুমি বোঝ, তুমি জান। আমার কথা আমি বলছি।

সুদামা। যা বল্‌ছ, তা ত শুনছি, কিন্তু তোমারও একটুকু বিবেচনা করা উচিত যে, তোমার স্বামী একটা পথের নিঃস্ব পথিক নয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তার বন্ধু। দাদা প্রায়ই স্বোপার্জ্জিত অর্থের গর্ব্ব করেন, তিনি অট্টালিকা প্রস্তুত করেছেন বলে তাঁর মনে একটা বিশেষ অহঙ্কার। কিন্তু আমি এ সকল অতি তুচ্ছ কার্য্য মনে করি। আমি ইচ্ছা করলেই এর চতুর্গুণ সম্পত্তি আজই উপার্জ্জন করতে পারি—কেবলমাত্র মুখের

কথায় ; আর তুমিই কেন বোঝ না সুনীতা, স্বয়ং দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ যার বন্ধু—তার আবার অভাব কিসের ?

গোবিন্দের প্রবেশ।

গোবিন্দ। একমাত্র অন্নবস্ত্রের। আরে—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, তার কথা তুমি আর মুখে এন না। সে তোমার একচোখো বন্ধু।

সুনীতা। বল ত ভাই গোবিন্দ! তোমার দাদাঠাকুরের সঙ্গে তাই আমার বনে না। তবে কি বল্‌ব, আমার স্বামী, বেশী কিছু বলতে পারিনে, পাছে উনি মনে দুঃখ করেন। ছিঃ, স্বামী যে মেয়েমানুষের সর্ব্বস্ব। ওগো শুন্‌ছ? শুধু আমি কি—গোবিন্দ ত আর আমার হ'য়ে বল্‌বে না, ও কি বলে শুন।

সুদামা। শুন্‌ছি—দেখ্ গোবিন্দ, তোকে বার বার আমি মার্জ্জনা করে আস্‌ছি। আমি তোর সব দোষ ক্ষমা কর্‌তে পারি, কিন্তু আমার সম্মুখে আমার বন্ধুনিন্দার দোষ তোর মার্জ্জনা করতে পার্‌বো না। তুই মূর্খ—তুই অন্ধ—তুই আমার বন্ধু কৃষ্ণের গৌরব কেমন করে বুঝবি ?

গোবিন্দ। জান্‌লে দিদিঠাক্‌রুণ! আমার এ বাড়ীতে থাকা চল্‌ল না। গোবিন্দ যেন সকলেরই দু'চক্ষের বিষ! দূর ছাই, আর ভাল লাগ্‌ছে না, একটু বাঁশী বাজাইগে। [প্রস্থান।

সুদামা। যাস্‌নে, যাস্‌নে গোবিন্দ! আমার প্রতি ভাই অভিমান করিস্ না। জানি না সুনীতা, গোবিন্দ মুখ ম্লান করলে আমার প্রাণ কেন এত ব্যাকুল হয়ে পড়ে! গোবিন্দ আমার কে—গোবিন্দ আমার কে? গোবিন্দ—গোবিন্দ— [প্রস্থান।

সুনীতা। মরণ হ'লেই বাঁচি—এতটুকু কি প্রাণে ভাবনা চিন্তা নেই মা! ওগো গোঁসাই! ফের, ফের— (গমনোদ্যত)

বেগে বিকর্ম্মার প্রবেশ।

বিকর্ম্মা। ফির্‌বে কেন, ফির্‌বে কেন ?

সুনীতা। ওমা কি লজ্জা, বড় ঠাকুর যে! [দ্রুতপদে প্রস্থান।

বিকর্ম্মা। ফির্‌বে কেন ? ফিরে আবার ঢুক্‌বে কোথা ? আমার এই দালান-কোঠায় এই আমি চাবি লাগালুম, দেখি কোন্ বীরপুরুষ কৃষ্ণের বন্ধু আমার ঘরে প্রবেশ করে ? (কক্ষ রুদ্ধকরণ)

দ্রুতপদে যমুনার প্রবেশ।

যমুনা। বলি তুমি কি সত্যি সত্যি পাগল হ'লে নাকি ? গোবিন্দকে এখনি জবাব দিয়ে এলে ! তারপর এ কি করছ ?

বিকর্ম্মা। হাঁগো কুড়োনওয়ালি ! আমি পাগল হয়েছি। দেখ্‌ছ না পাগলের মাথা গোল ? নেয্য কথা বল্লেই অনেক বেটাবেটীই এখন সব লোককে পাগল ব'লে তাদের কাথা উড়িয়ে দিতে থাকে। বের' মাগি ! তুইও আমার বাড়ী থেকে বের' ! সব আমার দুষমণ, আজ সব বেরো ! আমার দালান-কোঠায় আমি কারেও ঢুক্‌তে দোব না। আমার খুসি !

নম্রভাবে পুনঃ সুদামার প্রবেশ।

সুদামা। কেন দাদা, মস্তিষ্ক বিকৃত করছেন ? কি হয়েছে ?

বিকর্ম্মা। হয়েছে কি, হয়েছে কি ? আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে ! আমার পথে বস্‌বার জোগাড় হয়েছে ! বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে ! এখন যা হোক্, তুই ভালয় ভালয় আমার এ দালান-কোঠা ছাড়্‌বি কি না বল ? না আমাকে দাঙ্গা হাঙ্গামা করতে হবে ! আমি অম্নে ছাড়্‌বনি পণ্ডিত ভাই আমার ! অনেক কষ্টের আমার দালান-কোঠা।

সুদামা। দাদা ! যে দালান-কোঠা তোমার, এ আমার বন্ধুর পলক দৃষ্টিতে এর চতুর্গুণ হতে পারে। তার জন্যে কনিষ্ঠ সুদামার সঙ্গে আপনার বিবাদ-বিসম্বাদ কর্‌তে হবে কেন ? কৃষ্ণ যার বন্ধু—তার আবার দালান-

কোঠার অভাব কি দাদা! আমি আমার বন্ধুকে যদি একটু আভাস দিই যে, ভাইরে, তুই রাজ-অট্টালিকায় বসে কেমন আছিস্? অমনি দেখবেন, বন্ধু আমার দিনের মধ্যেই এমন চতুর্গুণ অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়ে দিয়ে যাবে। চাই না দাদা, আপনার অট্টালিকা। সুদামা ধনীর পুত্র নয় যে, তার অট্টালিকায় বাস ব্যতীত দিন যাপন হবে না। আপনার অট্টালিকা নিয়ে আপনি থাকুন। কোথা গেলে ছোটবৌ! দাদা গোবিন্দকে ত জবাব দিয়েছেন, আমি ত তা আর পারব না, আমার জুটে তারও জুটবে। যাক্ দাদা, এতদিনে আমাদের ত্যাগ করছেন! চল, এজগতে কীটাণুরও যদি স্থান হয়, তাহলে আমাদেরও স্থান হবে। [প্রস্থান।

বিকর্ম্মা। আঁা চলে গেল! ওরে কি মুস্কিল আমার রে, কেউ যে দুটো কথাও শুন্‌তে চায় না রে!

যমুনা। ঠাকুরপো, ঠাকুরপো, বড় ভেয়ের কথায় রাগ করো না লক্ষ্মী ভাইটি আমার! শোন, আমার কথা শোন লক্ষ্মী দাদাটী আমার!

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

বিকর্ম্মা। শোন্ বড়বৌ, ডাকিস্‌নি, ডাকিস্‌নি! আমার মাথা খাস্, ডাকিস্‌নি, ডাকিস্‌নি! তেজের কথা শুন্‌লি ত? ওর বন্ধু রাতারাতি আমার দালান-কোঠার মত চারগুণ দালান-কোঠা তৈরী করে দিয়ে যাবে। ওরে আমার বন্ধু-রত্নরে! কবে ছেলেবেলায় কৃষ্ণের সঙ্গে এক পাঠশালায় পড়েছেন পণ্ডিত ভাই আমার, দ্বারকায় এখন যিনি রাজা— বাঘে বলদে যাঁর প্রতাপে জল খায়, তিনি ওকে পুছ্‌বেন। হাঁ হাঁ ঢের বড়লোক দেখেছি! ঢের বন্ধু দেখেছি! যাক্, যাক্, আমার অমন ভেয়ে কাজনি! লোকে বল্‌বে ভাইকে তাড়িয়ে দিয়ে, নিজে দালান-কোঠায় শুয়েছে! তা বল্‌তে দিচ্ছিনি, আমিও দালান-কোঠায় শুচ্ছিনি! যা শালার চাম্‌চিকে—তুই ঐ দালান-কোঠায় বাসা নিগে যা। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

[দালানের এক পার্শ্ব]

বেশবিন্যাস-রতা মালতী আসীনা।

মালতী। ভাতার মরে গেলে ছুঁড়িগুলো মন ঠিক রাখতে পারে না কেন? এই আমার ত কুড়ি বছর হলো, গুণের ভাতারের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। দেবতা আমার, আমায় ছাড়তে চায় কি? চণ্ডাল যম জোর করে নিয়ে গেল। কৈ, তারপর একদিনের জন্যে ত ভুলেও ভাতার ছেড়ে কোন পরপুরুষের ওপরে মন গেলনি! যেদিন বাপ মা সাত পাক ঘুরিয়ে দেবতার হাতে আমার হাত দিয়ে দিলে, আর পুরুত ঠাকুর কি মন্ত্র আওড়ালেন, সেদিন থেকেই ত আমি যেন কেমন এক রকম হ'য়ে গেলুম। মনে হতে লাগল, এত বড় জগৎটার মধ্যে এক ভাতারের মতন অমন অমৃত আর নেই! যে ছুঁড়ি সে অমৃতের স্বাদ বুঝতে না পারে, তাদের অসাধ্যি আর কিছুই নেই।

সুনীতার প্রবেশ।

সুনীতা। কি হয়েছে মালতি, কাকে কি বলছিস? র কি আর কোন খেয়াল নেই? এদিকে যে বড়ঠাকুর—আমাদের সঙ্গে খুব লেগে-ছেন! এবার থেকে যে পেটের ভাবনা ভাবতে হবে।

মালতী। পেটের ভাবনা তোমরা নাগ-ভাতারে ভাবগে যাও। মালতীর কলাটা।

সুনীতা। মুখে আগুন পোড়ারমুখি! কোন্ তেজে এমন কথা তুই বলিস?

মালতী। তেজ আবার কি? মানুষ ত আর বানের জলে ভেসে আসেনি যে, তাকে দিন রাত্তির পেটের ভাবনা ভাবতে হবে।

সুনীতা। মুখে আগুন তোমার, আজ কাল কে কাকে খাওয়ায়—এক ভাতার ছাড়া—মেয়ে মানুষকে ?

মালতী। তবে তোরা আমায় খাওয়াচ্ছিস্ কেন ?

সুনীতা। কথা শুনেছ ! ওরে পোড়ারমুখি, তুই যে আমার আপনার লোক, তাইত তোকে নিয়ে এসেছিলুম।

মালতী। বেশত, তুমি নিয়ে এসেছিলে, রয়েছি ; খেতে দিচ্চ, খাচ্চি ; তুমি আবার বিদেই কর, আর একজন নিয়ে যাবে ; এমনি যত্ন-আত্যি করবে।

সুনীতা। মুখে আগুন তোমার, নিজের ট্যাঁমকেই গেলেন ! হ্যাঁ লা, একি হচ্চে ! আয়না, চিরুণী, গন্ধতেল, একি বিধবাকে ছুঁতে আছে ?

মালতী। কেন বিধবা এমন কি পাপ করেছে যে, জগতের ভোগের জিনিষ সব তাকে ছাড়তে হবে ?

সুনীতা। মর্, শুনেছ কথা, আ লো তুই যে বিধবা !

মালতী। ওগো ভাতার মরলেই সকলে বিধবা হয়, তখন কে বলছে যে আমি সধবা ? কার ভাতার নিয়ে আমি কাড়াকাড়ি করছি ?

সুনীতা। আ মরণ তোমার, যত বয়েস বাড়ছে, তত ভোগের রোগ যে বেড়ে উঠছে। আর মুখ তত আল্‌গা হ'য়ে যাচ্চে ! ওলো—এতদিন যে তুই এমন কর্‌তিস, তাতে কোন কথা ছিল না, এখন যে পাঁচজনে পাঁচ কথা কয়।

মালতী। ও দিদি, তবেই ঠিক হয়েছে, তাহলে এখন পাঁচ পোড়ারমুখী ও পোড়ারমুখোর আমার উপর নজর পড়েছে !

গীত

সখিরে, আমার কপাল ফিরেছে।

একটা ভাতার পাইনা আমি, পাঁচটা ভাতার চাইতেছে।

আমার আর ভাবনা কিসের বল্,
এবার আল্তা পরে পায়ে দোব মল,
গামছা কাঁদে কলসী কাঁকে আনতে যাব জল,
দেখব কটা ভাতার আমার তরে উঁকি-ঝুঁকি মারতেছে।

সুনীতা। মুখে আগুন, মুখে আগুন পোড়ারমুখি! চিরদিনটাই তুই একভাবে কাটালি! ভাবনা-চিন্তে বলে কোন জিনিসকেই মনের ভেতর স্থান দিলি না! নে উঠে পড়্, বিধবা মেয়ে মানুষকে অতো ভাবনা করতে নেই।

মালতী। ঐ কথা শুন্‌লেই আমার গোটা গাটা গর্ গর্ করে উঠে, দিদি! খাওয়াটা যেমন মানুষের ভোগ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাও তেমনি। ভাতার মরে গেছে, তাতে কি অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন থাকলেই মরা ভাতারের প্রতি সম্মান দেখান হ'ল, তা নৈলে কি হয় না? শাস্ত্র-কর্ত্তারা এ ভোগ ত্যাগের কথা বলেননি, তাঁরা বলেন আসক্তি ত্যাগের কথা। ব্রহ্মচর্য্যে কি খাওয়া-পরা উঠে যায়?

সুনীতা। খাওয়া-পরায়—সাজ-সজ্জায় আসক্তি যে বাড়ে।

মালতী। সে দুর্ব্বলের পক্ষে, যাদের মনের জোর নেই, তাদের। আসক্তি ত্যাগ মনের মধ্যে।

সুনীতা। দেহের সঙ্গে মনের যোগ নেই?

মালতী। খুব আছে।

সুনীতা। তবে?

মালতী। তবে আর কি—যাদের মনের জোর আছে, তারা ও সব মান্‌বে কেন, তারা যে আসক্তি ছেড়ে দিয়েছে।

সুনীতা। যাক, পণ্ডিত মশায়েরঃ কাছে হার মান্‌লুম, কিন্তু সাম্‌লে চল। এ বড় কঠিন ঠাঁই!

মালতী। আশীর্ব্বাদ কর দিদি—তোমার মালতী পথের কুড়োনো ফুল নয়; এ বৃন্তের ফুল, বৃন্ত আলো করেই চিরদিন থাক্‌বে।

সুনীতা। এখন আয় ভাই, তোর পণ্ডিত দাদা ভিক্ষেয় বেরিয়েছেন, আজ তাঁর ভিক্ষের চালের ওপর আমাদের ক'টি প্রাণীর নির্ভর।

মালতী। তার আর হয়েছে কি! আমরাও নয় ভিক্ষেয় বেরোবো, চল। মালতী সে ভয় করে না। [উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[পথ]

সুদামার প্রবেশ।

সুদামা। আজ ভিক্ষা করতে বেরিয়েছি। সাক্ষাৎ সাবিত্রী, মাতাধিক স্নেহশীলা, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃজায়া আমায় ভিক্ষায় আসতে নিবারণ করেছিলেন। কিন্তু আমি কৃষ্ণবন্ধু—দাদার মুখে সেই বন্ধুর নিন্দা শুনে তাঁর অন্ন গ্রহণ করব কেন? তার চেয়ে ভিক্ষা আমার শতগুণে শ্রেয়স্কর।

গোবিন্দের প্রবেশ।

গোবিন্দ। যেই বাঁশীটি ধরে একটি সাধা গান গাইব বলে মনে করেছি, অমনি ছোট বৌদির তাড়নায় ছুটে আসতে হল। ওগো দাদাঠাকুর! তুমি ঘরে চলত, তোমায় আর ভিক্ষা করতে যেতে হবে না। তুমি ভিক্ষে করতে আস্‌তে আজ দিদিঠাক্‌রুণের চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে! তাই তোমার ভিক্ষের ভারটা আমায় নিতে হয়েছে।

সুদামা। কে! গোবিন্দ?

গোবিন্দ। হাঁগো, আমি কাঙাল গোবিন্দ। এখন তোমাদের জন্যে ভিক্ষে করতে হবে, এই ছোট বৌদিদির আজ্ঞা। তাই ঝুলি নিয়েছি;

সুদামা। গোবিন্দ! মাপ কর ভাই, আমি সব সহ্য করতে পারব, কিন্তু তোর স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি দেখতে পারব না। তোকে ছোট ভাই বলে মনে স্থান দিয়েছি, সে আসন একটা মেয়ে মানুষের কথায় ত্যাগ করিস্ না ভাই!

গোবিন্দ। ঐ খাঁটী করেছ, এদিকে বল্‌ছ ছোট ভাই, তাহলে ছোট ভাই থাক্‌তে বড় ভাই ভিক্ষেয় বেরুবে কেন?

সুদামা। ওরে স্নেহ, যে নিম্নগামী!

গোবিন্দ। আবার ভক্তি ত উর্দ্ধগামী দাদা!

সুদামা। স্নেহের গোবিন্দ, তোর ঐ ভক্তিতেই ত তোর দাদা অন্ধ হয়ে আছে ভাই! তুই বাড়ী ফিরে যা, আমি অতি শীঘ্র ভিক্ষা ক'রে নিয়ে যাচ্চি।

গোবিন্দ। তুমি বাড়ী ফিরে যাও দাদা, আমি তোমার কাজ শিগ্‌গির সেরে বাড়ী ফিরছি।

সুদামা। না, তা হবে না গোবিন্দ!

গোবিন্দ। না, তা হবে না দাদা!

সুদামা। আমি বেঁচে থাক্‌তে আমার ভাই ভিক্ষায় যাবে?

গোবিন্দ। আমি বেঁচে থাক্‌তে আমার ছোট দাদাকে আমি ভিক্ষা করতে দোব?

সুদামা। তবে চল ঘরে যাই, আজ আর ভিক্ষায় কাজ নাই।

গোবিন্দ। খাব কি?

সুদামা। খাব কি? গোবিন্দ, তোর ভক্তিতে আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা আদৌ নাই।

গোবিন্দ। আমারও তাই, তোমার স্নেহে আমি সব যেন হারিয়ে ফেলেছি।

সুদামা। তবে মালতী আর সুনীতা—

গোবিন্দ। বৌদিদি ? সে তোমার ভালবাসার কিছু চায় না, তবে মালতীটা—সেটা রাক্ষসী। তার পেট হাক্ হাক্ করে জ্বলছে—তাকে ঠাণ্ডা রাখাই মুস্কিল।

সুদামা। তাইত—

গোবিন্দ। তাইত কি, তুমি বাড়ী যাও, আমি পোড়ারমুখীর জন্যে বনে গিয়ে গোটা কতক বুনো ফল তুলে নিয়ে যাই। [প্রস্থান।

সুদামা। গোবিন্দ কে ! পথের কুড়োন ছেলে যে এমন আপন হয়, এই যা দেখছি ! ঠিক কৃষ্ণ আমার এমনি ছিল ! ঠিক এমনিটী ! ভাই আমার আমাকে এমনি ভক্তি করত ! কে আসেন ! বৃদ্ধটা কে ?

নারদের প্রবেশ

নারদ। গীত

মাধব তোহারি চাতরী কিয়ে বোধব হাম।
বেরি বেরি ধুনি ধুনি পেখনু অতি অনুপাম ॥
মুখরুচি সুন্দর অতি মনোহর,
নিরমিত অন্তর কঠিন বজর,
ফুলে ধরসি বিষ শির তৈছন বঙ্কা বঙ্কা ঠাম।
পাইল না বুঝল দেল সরবস ডারি,
শ্যামের সঙ্গাতি দেই পিরিতি বিথারি,
সো কারণ টীট মুরারি মধু উপরি বাম ॥

সুদামা। আপনি কে মহাশয় ?

নারদ। ভিক্ষুক।

সুদামা। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি মহাশয়ের অবস্থিতি ?

নারদ। ভিক্ষুকের অবস্থিতি ত ভাই যত্র তত্র।

সুদামা। এ পথে আগমনের উদ্দেশ্য ?

নারদ। শ্রীমান্ সুদামা ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাদভিলাষ।

সুদামা। প্রয়োজন ?

নারদ। ভিক্ষুকের প্রয়োজন বহুবিধ। তবে উপস্থিত একটা বিশেষ কারণ হয়ে পড়েছে।

সুদামা। বলতে পারেন, আমি সেই শ্রীমান্।

নারদ। আপনিই সেই দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম বন্ধু সুদামা ব্রাহ্মণ ?

সুদামা। (সানন্দে) আজ্ঞে, আজ্ঞে। শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকটতম বন্ধু। এক শ্রীগুরুর নিকট এক শ্রীকুটীরে এক শ্রীপাঠশালে একত্রে শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত একই শ্রীগ্রন্থ অধ্যয়ন !

নারদ। ভাই, রাগ করো না, অত শ্রী আমার কাণে বড় বিশ্রী লাগছে। এক শ্রীকৃষ্ণের শ্রীর শ্রীতে স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি নিতে হয়েছে, তারপর তোমার অতগুলো শ্রীমাহাত্ম্যে না জানি পরিণামে অদৃষ্টে যে কি আছে, তা কে বলতে পারে ?

সুদামা। আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি একজন সুরসিক ভক্তিমান্ মহাত্মা বটেন। যাক, বলুন—বলুন—আমারই সেই শ্রীকৃষ্ণ বন্ধু। আমার বন্ধুই এখন দ্বারকেশ্বর, আমারই বন্ধুর বর্ত্তমান কালে চারিদিকে অতুল প্রতাপ-প্রভা ! আমার বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত ভারত-বিশ্রুত মহারথী, ধনে মানে সম্ভ্রমে ঐশ্বর্য্যে কুলে শীলে আমার বন্ধু শ্রীকৃষ্ণই এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করেছেন। তা—তা মহাশয় ! আমার নিকট আপনার আবশ্যক কি ?

নারদ। ভিক্ষুকের আর আবশ্যক কি মহাশয় ! কিঞ্চিৎ ভিক্ষা। আপনি যখন সেই জগজ্জয়ী শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু, তখন কি প্রত্যাশা করতে পারি না যে, আপনার নিকট ভিক্ষায় কখন বঞ্চিত হব না ?

সুদামা। অবশ্য, অবশ্য, সে আশা করতে পারেন বৈ কি। বলুন, আপনার প্রার্থনা কি ?

নারদ। কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর।

সুদামা। প্রশ্ন করুন।

নারদ। দেখুন, আমি আপনার বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের নিকট কিছু যাজ্ঞা করতে যাব।

সুদামা। যাবেন, যাবেন, বঞ্চিত হবেন না। আশাতীত পুরস্কার পাবেন। তেমন দাতা আর কেউ নাই! তেমন বিনয় আর কোথাও পাবেন না। তেমন করুণাময় শান্ত শিষ্ট সর্ব্বজনপ্রিয়—সেই একটী, অদ্বিতীয় এক। বন্ধু শ্রীকৃষ্ণে আমার সব সম্ভবে! আপনি যাবেন, আপনি যাবেন, একবার তার সহিত সাক্ষাৎ করলেই তার কোমল চরিত্রের সৌন্দর্য্যে আপনি একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। কিছুতেই আপনি তার সঙ্গ ত্যাগ করতে পারবেন না।

নারদ। এবার একটু মৌন থাক্‌লেই ভাল হয়, শ্রীকৃষ্ণবন্ধু মহাশয়! আমার আরও অনেক প্রশ্ন আছে।

সুদামা। প্রশ্ন করুন না, প্রশ্ন করুন না। আমার বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের অফুরন্ত কাহিনী কি ফুরাবার! তার গুণের অনন্ত স্রোত বহুমুখী হয়ে অনন্ত ভাবসমুদ্র পূর্ণ করছে। বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ আমার, গুণবান্, বুদ্ধিমান্, শ্রীমান্, ধীমান্, বিদ্বান্, গরীয়ান্, মহীয়ান্, প্রেমবান্, দয়াবান্।

নারদ। আজ্ঞে, তাইত নাম শুনেই আস্‌ছি।

সুদামা। তার নাম—শুন্‌বেন বৈকি, শুন্‌বেন বৈকি! তার নামে সুপ্রভাত হয়, তার নামে সব উৎপাত দূর হয়। কৃষ্ণ নাম বড় মধুর নাম! দিনরাত্রি পিলেও সে অমৃতময় নামের পিয়াসা-লালসা টুটে না!

নারদ। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি তাঁর নিকট কিঞ্চিৎ যাচ্ঞা প্রত্যাশায় যাবো। তাই প্রথমতঃ তাঁর জন্ম-জাতি-কুলশীল ইত্যাদির বিষয় আমার জানা বিশেষ আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

সুদামা। তার জন্ম—জাতি-কুল-শীল—এও আপনি জানেন না? শুনুন—শুনুন—তাঁর মাতা দেবকী, পিতা বসুদেব, জাতি ব্রাহ্মণ, কুল—শ্রেষ্ঠ কুল, শীল—সে আর আমাকে পরিচয় দিতে হবে না। বিরাট বিশ্ববাসী তার চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে দিবারাত্রি "হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, হে দীনবন্ধু" ব'লে আপনাদের প্রাণের নৈবেদ্য তাকে নিবেদন করছে।

নারদ। ঠাকুর, তাতো করছে, কিন্তু আবার যে কেমন কেমন কথা শুনি!

সুদামা। কি শুনেন, কি শুনেন? তার বিরুদ্ধবাদী কি জগতে আছে?

নারদ। তা ত নেই ঠাকুর, কিন্তু কেউ কেউ বলে যে সে নন্দ গয়লার বেটা, গোপকুলে তার জন্ম, কুলও কুত্তে লীন। আর তার চরিত্র অতি অদ্ভুত! ছেলেবেলায় গরু চরাত, কৈশোরে স্বাধীনা গোপীদের পাল্লায় পড়ে আপনার চরিত্রটাকে তত খাঁটি রাখতে পারেনি! তাদেরই পায়ে নাকি প্রাণ উৎসর্গ করেছিল।

সুদামা। ঠাকুর, স্থির হও, স্থির হও, যা বলেছ, আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করো না। ভিখারী ব্রাহ্মণ, তোমার এত অসংযত রসনা? তুমি আমার কৃষ্ণ বন্ধুর বিষয় কি জান মূর্খ? আমার বন্ধু কৃষ্ণ গোপজাতি, গোপালন করত, গোপী-প্রণয়ী, কোন্ অর্ব্বাচীন মূঢ় এ কথা বলে? ভাই কৃষ্ণরে, তোর বন্ধু সুদামা জীবিত থাকতে, তাকে এ কথা আজ শুনতে হল! এখনো তার মৃত্যু হয় না কেন? দূর হও, দূর হও ব্রাহ্মণ, আমি তোমার মুখদর্শন করতে চাই না। যে আমার বন্ধু কৃষ্ণ বিরোধী, সে আমার পরম শত্রু, পরম শত্রু!

[বেগে প্রস্থান।

নারদ। ধন্য ভক্ত তুমি সুদান—আমার কোটী জন্মের তপস্যায় এখন আমার দিব্যার উপস্থিত হচ্ছে! ধন্য ভক্তাধীন! ধন্য তোমার দান—ভক্তপ্রাণ! কিন্তু নারদের কৌতূহল ত মিট্‌ছে না, এমন ভক্তকে যে তুমি ছেড়ে নিশ্চন্তে দ্বারকালীলায় মগ্ন আছ, এ কখন সম্ভব নয়। দেখতে হয়েছে এখন দ্বারকার অবস্থা কি? না, ঐ যে দ্বিভুজ মুরলীধর, দীনবেশে দীন সুদামার পত্রকুটীরের অদূরে বৃক্ষতলে বাঁশী ধ'রে দাঁড়িয়ে আছেন! তাইত বলি, ভক্তের ভক্তির নিকট যে তোমার তুচ্ছ রাজ্যলীলা! থাক বংশীধর, ঐ ছদ্মবেশেই থাক, আমি দূর থেকে তোমায় প্রণাম ক'রে দ্বারকা যাত্রা করব, দেখব, সেখানে আবার কি ভাবে রাজ্য শাসন করছ। [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

[বৃক্ষতল]

বাঁশী হস্তে গোবিন্দের প্রবেশ।

গোবিন্দ। **গীত**

সাদরে সাধের বাঁশী বাজিয়ে নি রে একবার।
ওরে ও বাঁশী, পড়ে মনে শ্রীমুখ পঙ্কজ তার।
সেই সে কদম্বতল, সেই সে যমুনা-জল,
সে যাবট বংশীবট লীলাভূমি সাধনার।
তহবিক ওরে বাঁশী প্রেম-সঙ্গ গোপীকার॥

মালতীর প্রবেশ

মালতী। আবার বাঁশী বাজাচ্ছিস্ যে?

গোবিন্দ। তুই আমার বাঁশীর গান শুন্‌লি যে?

মালতী। আমি কি কাণে শোলা দিয়ে ব'সে থাক্‌ব রে অনামুখো!

গোবিন্দ। আমিও কি মুখে পাথর গুঁজে ব'সে থাক্‌বো লো কালামুখী!

মালতী। মুখ সাম্‌লে কথা ক'স্।

গোবিন্দ। তুই তোর প্রাণ সাম্‌লে কথা ক'স্।

মালতী। তুই বল্‌তে চাস্ কি?

গোবিন্দ। তুই আমার বাঁশীর গানে ছুটে আসিস্ কেন কচিখুকি।

মালতী। তোর বাঁশীর গানে আমার প্রাণ ঝালাপালা করে। তাই বারণ কর্‌তে আসি, নৈলে মিষ্টি লাগে ব'লে আসিনি রে—ছোঁড়া! মিষ্টি লাগে ব'লে ছুটে আসিনি!

গোবিন্দ। মর্ মাগি, ঠিক্ ব'ল্‌ছিস্? তুই যে সতী!

মালতী। না, না, ঠিক ত বলিনি। ওরে কেন এমন হয়।

গীত

আমি যে আসি কেন তা ত আমি জানি না।
বাঁশী যে তোর আনে টেনে আমায় আমি যত ক'সি না।
শৈশবে হায়ারে পতি, তপস্বিনী আছি সতী,
রঙ্গরসে নাইক রতি, আন্ পুরুষের মুখ দেখি না।
(বুঝি) তোর কালের বাঁশী করলেরে কাল, কর্‌লে আমায় কুল-মলিনা।

গোবিন্দ। যা তোর জাত গেছে—যাই এখন, তোর জাত মেরেছি, আর বাঁশীতে গান ক'রে কাজ কি! [প্রস্থান।

মালতী। কেন আমার জাত যাবে কালামুখো, পতিই আমার দেবতা। তোর বাঁশীর গান ভাল লাগে ব'লে কি, আমি আমার ইষ্টদেবতা স্বামীর পাদপদ্ম ভুলেছি! স্বামিন্! স্বামিন্! মালতী তোমার দাসী। আমি ভাগ্যহীনা বামুনের মেয়ে। আজ কুড়ি বছর—তোমার ধ্যানে আমার বিরহ জীবন কেটে যাচ্ছে। কোন্ পাপে আমার সে ধ্যান ভঙ্গ হবে প্রভো! আজ হ'তে আমি আর ঘরের বার হচ্চি না! দেখি ছোঁড়া, তোর বাঁশী আমার কি ক'র্‌তে পারে! [প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

[চণ্ডীমণ্ডপ]

বিষণ্ণভাবে বিকর্ম্মার প্রবেশ।

বিকর্ম্মা। হাজার হোক্ ভাই, মুখে যতই বলি, প্রাণ ত আর সে কথা বুঝে না! হাজার হোক্ ভাই, তায় আবার এক মায়ের পেটে, এক পিতার ঔরসে জন্ম! যাকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি, মলমূত্র একদিন গায়ে মেখেছি, নিজের মুখের গ্রাস যার মুখে তুলে দিয়েছি, এক মাটী কামড়ে দুজনেই এত বড় হয়েছি, তার কষ্ট কি দেখা যায়! দেখনা এখনও হাঁড়ি চড়ে না! চড়বে কোথা হ'তে? ঐ অকর্ম্মা আল্‌সে ব'লেই ত আমার সঙ্গে ঝগড়া! তা না হ'লে ভাই তুই, আমার তুই সর্ব্বস্ব নে না, আমার দালান-কোঠার উপরে তুই আবার সারি গেঁথে দালান-কোঠা বসা না, তাহলেই আমার নয়ন-সুখ! তা না ক'রে মশায়, উপায়-উপার্জ্জনের নামটী না করে "কৃষ্ণ আমার বন্ধু, কৃষ্ণ আমার বন্ধু" ব'লে বেড়ালে কোন্ ভাই তাকে ভালবাসতে পারে? পাক্, পাক্, কষ্ট পাক্, দুঃখে তার শেয়াল-কুকুর কাঁদুক! তখন যদি হতভাগার চৈতন্য হয়। এত বড় দেমাক তার, ছোট ভাই হ'য়ে বলে কি না আমার দালান-কোঠা চাইনি! আমি যে এত কষ্ট ক'রে দালান-কোঠা করলুম কার জন্যে! না, না, তাকে কিছুতেই মার্জ্জনা করা যায় না। সে যা ইচ্ছে হয় করুক। কাঁদে ঝুলি নিয়ে দোর দোর ভিক্ষে করে বেড়াক, তাতে আমার প্রাণ ফেটে যায়—যাক্, চক্ষের জলে আমাকে চোখের মাথা খেতে হয়, আরও ভাল, তবু তেমন ভেয়ের মুখ আর এ জীবনে দেখব না। কিছুতেই নয়, কিছুতেই নয়, এমন কি বড় বৌ না খেয়ে মরলেও না। আমার ত অন্ন-জল এ বাড়ী থেকে উঠেছে! তারও উঠ্‌ল! দেখি না হতভাগার স্পর্দ্ধা কত?

তৈলপাত্র ও গাত্রমার্জ্জনী হস্তে যমুনার প্রবেশ।

যমুনা। উঠে এস না, বেলা কি আর আছে ? এই নাও, তেল মাখ। গাম্ছা নাও, স্নান ক'রে ফেল।

বিকর্ম্মা। না, আমি নাইব না।

যমুনা। না নাও, কাপড় আছাড়ে সন্ধ্যাহ্নিক সেরে নাও, হওয়া ভাত যে জল হ'য়ে গেল।

বিকর্ম্মা। জলে ফেলে দাও, আমার এ বাড়ীতে আর জল স্পর্শ হবে না।

যমুনা। কেন, কি হয়েছে, ঠাকুরপো কি তেমন ! তুমি গিয়ে ঠাকুর-পোর হাত ধ'রলে এখনি সে হাস্তে হাস্তে তোমার আজ্ঞা পালন করবে এখন।

বিকর্ম্মা। কি, এত বড় কথা ! বড় বৌ, মুখ সাম্লে কথা কইলিনি ? আমি আবার সে হতভাগা [redacted] হাতে গিয়ে ধরব ? আমার মরণ ভাল, আমার মরণ ভাল ! তুমি চ'লে যাও বড় বৌ, তুমি সরে পড়, আমার মাথাটা খাঁ-খাঁ করছে ! ছোট ভাই, তার এত বড় স্পর্দ্ধা ! না, না, আমার এ ভিটের অন্ন উঠেছে দেখছি—দেখছি—কত বাড় তার, তাই দেখছি ! আমার কথায় কাঁধে ভিক্ষের ঝুলি নেওয়া হ'ল ! বয়েই গেল—যা না ভিক্ষে করনা গে। কতদিন ভিক্ষেয় চলে তাই দেখ না।

যমুনা। বলি ভেয়ের কষ্ট যখন দেখতে পারবে না, আগে থেকেই ব্যাকুল হ'চ্ছ, তখন তাকে এসব কথা না বল্লেই ত হ'ত !

বিকর্ম্মা। কি—আমার ছোট ভাই—কাল্‌কের সুদামাটাকে আমায় ভয় ক'রে থাক্‌তে হবে ? কোন কথা বলতে পারব না ? ধিক্ আমাকে ! গলায় দড়ি, গলায় দড়ি ! তার চেয়ে গলায় ফাঁসি লাগিয়ে মরা ভাল। যা বড় বৌ, সরে যা বল্‌ছি, সে কুলাঙ্গারের নাম তুই আমার সম্মুখে করিস্ না। আমি নাইবোও না, খাবোও না।

যমুনা। এযে নিতান্ত ছেলেমানুষী করছ, রাগ করছ কার উপরে ?

বিকর্ম্মা। রাগ কার উপরে?—নিজের কপালের উপরে, যাও, ভাগ্ যাও, ভাগ্ যাও, চোপ্ রাও, চোপ্ রাও, আমার যা খুসি, তা আমি করব। তুই বলতে কেরে লক্ষ্মীছাড়ি! আমি আমার ভেয়ের উপর রাগ কর্‌ব, চড়্‌ব, চটাব, দুকথা বল্‌ব, মার্‌ব, ধর্‌ব, তাতে তোদের কিরে সর্ব্বনাশি!

যমুনা। তা তুমি কর না, তাতে ত কোন কথা বলি না।

বিকর্ম্মা। বল্লি না, এই বলছিস, বল্লি না? ওগো তুমি বেশ বল্‌ছগো—বেশ বল্‌ছো। ব'লে ব'লে মাথাটা আমার ধরিয়ে দিলে। এ বাস্ত ভিটে—দালান-কোঠা ছাড়ালে, আবার বল্‌বে কি? আজ খুন কর্‌ব, সব খুন কর্‌ব। নাইবো? ভাই গেল ভিক্ষেয়, আমি আবার নাইবো? ভেয়ের উনানে এখনো হাঁড়ি চড়েনা, আর আমি চব্য চুষ্য লুস্‌বো? তেমন খাইনে, বড়বৌ, তেমন খাওয়া খাইনে, সে বিষ্ঠা, বিষ্ঠা, বিষ্ঠা। দূর হোক, দুচক্ষু যেমনে যাবে তেমনে চলে যাব। দেখি, কেমন হতভাগার ভিক্ষে যাওয়া—দেখি তার কেমন ভিক্ষে। [বেগে প্রস্থান।

যমুনা। এ যে মহাবিপদে পড়লুম মা! এদিকে ভাই অন্ত প্রাণ, অন্যদিকে আবার সাপে নেউলে। তার নামটী পর্য্যন্ত কাছে করবার যো নেই। যাই, কোথায় আবার গেল দেখি গে। ভগবানের আচ্ছা তারিফ বটে, বাকা ঠাকুরটী কোথায় ব'সে যে এমন পর্ব্ব করছেন, একবার জানতে পার্‌লে ছুটে গিয়ে দেখে আসতুম। [প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

[দ্বারকার পুরোভাগ]

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। আমার পরম ভক্ত নারদ আমার লীলা বুঝতে এই দ্বারকায় আস্‌ছে। হ্যাঁ নারদ, আমার লীলা কি তুমি জান না? আমি কোনও স্থানে

ধরা পড়ি না নারদ, ধরা পড়ি মাত্র ভক্তের কাছে, তখন তুমি ত আমার সব লীলাই জান। আমি আর তুমি কখন? যখন মধ্যে বিষয়াসক্তি। তবে কেন প্রাণাধিক, তোমার সহসা এ ভাব উপস্থিত? আমি আমার বাল্যবন্ধু পরম অনুরক্ত ভক্ত সুদামার গৃহে দাসভাবে আছি ব'লে তুমি কি বিস্মিত হচ্ছ? হ্যাঁ নারদ! ভক্তের নিকট এ দাসত্ব ত আমার নিত্য চিরদিন। ভক্তের জন্য আমি কি না করি নারদ!

গীত।

তার পায়ে বেঁধা কাঁটা, যতনে তুলি দন্তে,
পাছে সে আমার কোন ব্যথা পায়।
সে যদি না খায়, সে যদি না দেয়,
আমি কভু ত খাই না যদি প্রাণ যায়॥
সে হাতে যদি দেয় বিষ, সুধা বলে খাই,
সে যায় যদি যম-পুরী, আমি পাছে যাই,
সে যেখানে না থাকে কভু, আমি তথা নাই,
সে কে—তার পরিচয় রয়েছে হিয়ায়॥

এই ভৃগুপদ-চিহ্নই তার পরিচয়। নারদ, কেন আজ ভ্রান্ত হ'লে? এমন ভ্রান্তি ত তোমার কখন দেখি না। এখন কি করতে হবে বল, আমার সর্ব্বময়ত্ব দেখতে চাও? দেখ নারদ, তাই দেখ। আমার বিরাটত্ব তুমি দেখতে চাও, তাই দেখ। তোমায় আমার অদেয় কি আছে নারদ, এস বৎস! এ পিপাসার রঙ্গভূমি, এর লীলাভিনয়ও সেইরূপ। [প্রস্থান।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। এই ত সেই শ্রীদ্বারকাধাম। ভগবান্ এখন শ্রীবৈকুণ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ ক'রে ভোগবিলাস-মহাসিন্ধুশায়ী। আহা কি সুন্দর—এক দিকে কনক-প্রবাল-মণি-মুক্তা-মরকতবিনির্ম্মিত বিশাল অনন্ত স্নিগ্ধ শান্ত সুগভীর মহাসিন্ধুর তটশোভিনী দ্বারকার বাহ্য শোভা, আর একদিকে নিত্য-

নিরঞ্জন অক্ষয় অচ্যুত-সত্য সনাতনের দ্বিভুজমুরলীধর-বংশীবদন-মদনমোহন-চারু-মনোহর-বিলাস-বিনোদ অপরূপ রূপ! মরি রূপপিপাসু কোন্ অচঞ্চল রূপের অমিয় পিবে—তা ত কিছু বুঝতে পারি না।

শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। কি নারদ, কখন এলে ? কেমন আছ প্রাণাধিক ! আগমনেরই বা উদ্দেশ্য কি বৎস ?

নারদ। এই আস্‌ছি প্রভো ? কেমন আছি ? তা আছি একরূপ।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন নারদ, আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বিমর্ষ হ'লে কেন ? বিমর্ষতার কারণ ?

নারদ। কারণ, সর্ব্বকারণভূত তুমিই একমাত্র সত্যসনাতন।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি তার কারণ ? নারদ, সে কারণ বোধে আমি অক্ষম।

নারদ। তাই ত প্রভু, এই ত আমার সে বিমর্ষতার প্রধান কারণ। হে জগন্নাথ, হে সর্ব্বজ্ঞ, হে সর্ব্বদর্শি, হে সর্ব্বান্তর্যামি, হে সর্ব্বকারণভূত পরমেশ্বর, আপনি সর্ব্বজ্ঞাতা, এ অনন্ত বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সংবাদ আপনি জ্ঞাত, কোন সংবাদই আপনার অজ্ঞাত নয়। তখন নারদের প্রতি প্রভুর এই কুশল প্রশ্নে মনে হয় না কি, আপনি ব্রহ্মাণ্ডের সংবাদ রাখেন, মাত্র এই অজানা নারদের সংবাদটাই রাখেন নাই ? হে সর্ব্বদর্শিন্, আপনি সকলই দেখতে পান, কেবল মাত্র দীনদরিদ্র নারদকেই দেখতে পান না, কেননা তাহ'লে—"নারদ কখন এলে, কেমন আছ" বলে এ প্রশ্ন করতেন না। হে সর্ব্বান্তর্যামি, সর্ব্বকারণভূত পরমেশ, আপনি সকলেরই অন্তরের ভাব এবং সকল কার্য্যেরই কারণ অবগত, কেবল নারদের মনের ভাব, তার আগমন-কারণ বুঝতে পারেন না, কেননা তাহ'লে নারদের আগমন-কারণ কি—ব'লে নারদকে জিজ্ঞাসা করতেন না। প্রভু, দাস নারদ কি এত হীন, এত হেয়, এত উপেক্ষণীয় যে, তাই

প্রভুর এই সকল প্রশ্নের কারণ হ'ল ? তখন নারায়ণ, আমার বিমর্ষতার কারণ আরও কি শুনতে চান্ ?

শ্রীকৃষ্ণ। বৎস নারদ, তুমি আমায় ঠকিয়েছ। কিন্তু নারদ, এ যে লোকাচার-নীতি ! পথিমধ্যে সুস্থদেহ সবল স্বাস্থ্যবান্ পরিচিত আত্মীয় লোক যেমন পরস্পরের সাক্ষাৎ হ'লেই পরস্পরের কুশল প্রশ্নই ক'রে থাকে, তেমনি আমি যে এখন মানবদেহে মানবলীলায় দিন অতিবাহিত করছি নারদ ! সুতরাং সে নীতি—সে আচার লঙ্ঘন করলে লোকসমাজের প্রতি আমার যে অন্যায় আঘাত করা হয় নারদ ! তখন বৎস, তোমার এ বিমর্ষতার প্রকৃত কারণ ত তা হ'তে পারে না।

নারদ। তাহ'লে হে অপ্রাকৃত পুরুষোত্তম, নারদের এ বিমর্ষতার প্রকৃত কারণ কি, তাও ত আপনি অজ্ঞাত নন্ ?

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ নারদ, হে আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত ! তাহ'লে তুমিও ত তোমার অহেতুকী ভক্তি-মন্থন দণ্ডে আমার লীলাসমুদ্র মন্থন করেছ !

নারদ। হাঁ হরি, সে সমুদ্র-মন্থন ক'রে বিষ উত্তোলন করেছি, অমৃত লাভ আর ভাগ্যে ঘট্‌ল না। জন্মজন্মান্তর কেবল দ্বন্দ্বপ্রিয় নারদ নামেই সংসারে চিহ্নিত হ'য়ে রৈলাম।

গীত

নারদ। এ ত নূতন নয় হে চক্রধর।
স্বয়ং ধরি চক্র সুদর্শন, ধরেছ নাম চক্রধর ॥

কৃষ্ণ। চক্র মম সুদর্শন, নাম তার সুদর্শন,
ভক্তে করি দরশন, রাজে যাহা চরাচর ॥

নারদ। ভক্ত ত তোমার হরি, ভক্তাধীন নাম ধরি,
নিয়েছ সর্ব্বস্ব তারি, করেছ সবার পর।

কৃষ্ণ। হে নারদ তোমা বই, পরাপর ভেদ কই,
আমি ত সর্ব্বত্র রই, জ্ঞানাতীত অগোচর।

নারদ। তা জানি হে অন্তর্যামি, তারি তরে ভ্রমি আমি,
চিত্তে না দাও চিন্তামণি, ভ্রান্তি ঘটাও নিরন্তর ॥

শ্রীকৃষ্ণ। কেন বৎস! সে অনুতাপ? এস আমার সঙ্গে, আমার লীলা-তরঙ্গে ভাস্‌বে এস। ভক্তপ্রাণ-বন্ধু সুদামার গৃহে আমার দাস-গোবিন্দ মূর্ত্তি দেখে বিস্মিত হ'য়েছ? এখন দেখ' বৎস! আমি যে লীলায় মানব-কৃষ্ণ, সেই লীলায় এই দ্বারকায় আমার মাতৃভক্তি! ঐ মা দেবকীর পুত্র আমি, তাই তাঁর আজ্ঞা পালনের জন্য যোড়করে দাঁড়িয়ে আছি। (সহসা দেবকী সঙ্গে যোড়করে আজ্ঞাবহনোদ্যত শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব) দেখছ নারদ, আমি সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন নানা-হিতার্থে মানব-শরীর ধারণ ক'রে কি ভাবে মাতৃভক্তি প্রদর্শন করছি দেখ'। আবার দেখ' নারদ, তোমার নিরঞ্জনের পিতৃভক্তি! ঐ পিতা বসুদেব আমার! বৃদ্ধ পিতার পদসেবা করছি। (সহসা বসুদেবের পদ-সেবারত শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব) এস, এস, চলে এস নারদ, ঐ দেখ' প্রাণাধিকা সত্যভামার মন্দির, পতিপ্রাণা সাধ্বীর পতির সান্নিধ্য প্রিয় ব'লে তোমার ভগবান্ কি ভাবে তার মনস্তুষ্টি সাধন করছে দেখ'। ঐ দেখ' নারদ, শ্রীমতী সত্যভামার প্রেমসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের চিরশোভন-মূর্ত্তি! (যুগলবেশে সত্যভামা ও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব) আবার দেখ' নারদ, আমার হ্লাদিনীরূপিণী শক্তিময়ী ভাবগরবিনী শ্রীরুক্মিণীর শ্রীমন্দির। ওখানেও তোমার আরাধনীয় বিগ্রহ দেবী রুক্মিণীর প্রেমভক্তির মধুর স্বাদ কি ভাবে আস্বাদন করছে দেখ'। (রুক্মিণীসহ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব) নারদ! আমার যে মানবলীলা। আমি মানব-কৃষ্ণ, তাই আমার সর্ব্বজন মনোরঞ্জনই কার্য্য। ঐ দেখ' নারদ, আমার ষোড়শ সহস্র মহিষী ষোড়শ সহস্র কৃষ্ণ সহ প্রত্যেকে স্বামীসহ সুখ উপভোগ করছে। (ষোড়শ সহস্র নারীসহ ষোড়শ সহস্র কৃষ্ণের বিহার) এখন বল দেখি বৎস! আমার দাস্য ভাবের গোবিন্দ মূর্ত্তি—আর কি তোমার

বিস্ময় উৎপাদন করছে ! (কৃষ্ণ ও নারদ ব্যতীত সকলের অন্তর্ধান, পরে বস্ত্রবয়নকারী শ্রীকৃষ্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার নির্ম্মাতা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব)

নারদ। প্রভু, প্রভু, সত্যসনাতন নারায়ণ, একি ! একি ! এ আবার কোন্ লীলা লীলাধর ! প্রভু যে তন্তুবায় বেশে স্বয়ং বস্ত্র-বয়ন করছেন, আর এক মূর্ত্তিতে অলঙ্কার নির্ম্মাণ ক'রে তার পারিপাট্য বিধান করছেন ! এ যে আর এক নূতন বিস্ময়কে আনয়ন করছে জগন্নাথ ! লীলাময়, এ লীলা-তরঙ্গের কোন্ দিকে ভাসব, তার যে দিক্ নিরূপণ করতে পারছি না ঠাকুর !

শ্রীকৃষ্ণ। নারদ, চিন্তিত হ'চ্ছ কেন, তোমায় ত লীলা-তরঙ্গে ভাসাব ব'লেই আমি আজ প্রস্তুত হ'য়েছি। নারদ, ভক্ত-বন্ধু সুদামার গৃহে দাস গোবিন্দ দেখেছ, এখন আবার সেই বন্ধুপত্নী ঐশ্বর্য্য-পিপাসিতা দেবী সুনীতার মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য ঐ তন্তুবায়বেশী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি আর স্বর্ণকারবেশী শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি দর্শন কর।

নারদ। এগভীর রহস্য বুঝতে পারলাম না শ্রীধর, মূঢ় নারদের বিস্ময় ভঞ্জন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ। নারদ, ভক্তবন্ধু সুদামা-পত্নী সুনীতার উত্তম বস্ত্র আর উত্তম অলঙ্কারের নিতান্ত বাসনা। দরিদ্র স্বামীর অবস্থার বিবেচনে তার সমুদায় বাসনা ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় অন্তর মধ্যে নিহিত রয়েছে। তাই তার বাসনা পূর্ণের জন্য আমার এই তন্তুবায় আর স্বর্ণকার মূর্ত্তি। দেবী সুনীতা যে আমার ভক্তপ্রাণ বন্ধুপত্নী, তাই আমি সেই বন্ধুপত্নীর মনোবাসনা পূর্ণের জন্য ঐ মূর্ত্তিতে উৎকৃষ্ট বস্ত্র আর অলঙ্কার প্রস্তুত করছি। নারদ, যে আমার একান্ত প্রিয়, তাকে ত আর যে সে বসন-ভূষণ দেওয়া যায় না, তাই সেই প্রিয়তমা মনোরমার প্রীতি উৎপাদনের জন্য আমাকে আমার মনের মত ক'রে যোগ্য বস্ত্রালঙ্কার প্রস্তুতে ব্যাপৃত থাকতে হ'য়েছে।

নারদ। গীত

থাক্ থাক্ থাক্ ভাব বিস্ময়ময় তব লীলা-প্রসঙ্গ।
অহো প্রেমানন্দে ভাবানন্দে ঘন ঘন কাঁপায় অঙ্গ॥
বঙ্কিম ত্রিভঙ্গ মোহনিয়া, সুললিত ললিত বিনোদিয়া,
রূপনারায়ণ করুণ হিয়া, রসিক রসায়ন ললিত লবঙ্গ।
(যে রূপের মোহে বৈত উজান শ্যামা যমুনা,
সেই রূপ দেখাও হে রূপসনাতন, মনের মতন বেশ ধরে হে)
আমি কি বলিব শুন হে ব্রজের কালা,
করেছ ভিখারী, দিয়েছ ক্ষুধারি জ্বালা,
আমি কি পারি হে ধরিতে রূপের মালা,
তাই ত্রিভুবনে ঘোরা পাইতে তোমার সঙ্গ।
(তুমি নয়ন-আনন্দ চকোর চন্দ্র, ওহে শ্রীগোবিন্দ,
তুমি কল্পতরু, কেউ নয় বঞ্চিত,
তোমার অভয় পদ লাভে হে)

[সকলের প্রস্থান।

ঐকতান বাদন

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

[পথ]

রাহাদারী বেশে বিকর্ম্মার প্রবেশ।

বিকর্ম্মা। এ শালার পথ আর ফুরোতে চায় না! দ্বারকা কোন্ মুলুক রে! যে মুলুকই হোক, যেতেই হবে। একবার পণ্ডিত ভেয়ের আমার বন্ধুটী কেমন, তা দেখতেই হবে। দু'কথা শুনোবো শুনো, তবে আমার নাম বিকর্ম্মা শর্ম্মা। সর্ব্বনাশটা ক'রে ছাড়লে মশায়! আমার দালান-কোঠা একেবারে জলসই করলে! হোক্ না সে রাজা, সে রাজা আছে ত রাজাই আছে, তা ব'লে তিনি একজনের সর্ব্বনাশ করবেন, তাকে কিছু বলব না এ কেমন কথা! অনেক দুঃখের ভাই আমার, অনেক কষ্ট ক'রে তাকে লেখাপড়া শিখোলুম কি তার বন্ধুর জন্যে! এ দুঃখ কি বলবার না কইবার! এই বিশদিন হাঁটছি, আরও বিশদিন হাঁটব। তবু তার সঙ্গে আমায় দেখা করতেই হবে, আর তার আক্কেলখানা বুঝতে হবে, জানতে হবে। চট্ পট্—চট্ পট্ বিকর্ম্মা, চট্ পট্—চট্ পট্ চ'লে চল, চট্ পট্ চট্ পট্। (দ্রুত পদক্ষেপণ) যে আমার মায়ের পেটের ভাইকে পর ক'রে দেয়, তার সঙ্গে একবার বোঝাপড়া করতে চট্ পট্ চট্ পট্। ভগবান্, মানুষের পাখীর মত দুটো পাখা ক'রে দিলে না কেন? তাহ'লে একবার উড়তুম্। চল্, চল্, চট্ পট্ চট্ পট্! [দ্রুত পদক্ষেপে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

[কুটীর]

সুনীতা ও সুদামার প্রবেশ।

সুনীতা। হাঁগা, দিদিকে একবার দেখতে গেলে না?

সুদামা। এই যে দেখে এলুম সুনীতা!

সুনীতা। কি কথা হ'ল, বড়্‌ঠাকুরের ত কোনও তল্লাসই পাওয়া গেল না।

সুদামা। দাদার আমার ঐরূপ চির ব্যাধি। তিনি যা নিজে ভাল বুঝেন, তাই তাঁর বেদ-সম্মত মত।

সুনীতা। এখন দিদিকে বাঁচান ভার হ'য়ে উঠল। বড়্‌ঠাকুর আজ প্রায় এক মাস নিরুদ্দেশ, তার মধ্যে তুমি ত অনেক চেষ্টা করছিলে, দিদিও সেই আশায় তবু এতদিন প্রাণধারণের জন্য কিছু ফলমূল খেতেন, কিন্তু এই তিন দিন হ'ল—একেবারে অনশন! জলটুকু পর্য্যন্ত খাচ্চেন না।

সুদামা। বড়বৌ আমাদের ত মানুষ নয় সুনীতা, তখন আমরা মানুষ হ'য়ে তাঁকে আর কি কথা বল্‌ব! পূর্ব্বজন্মের বহু পুণ্যে সেই দেবীপ্রতিমাকে আমরা ঘরে পেয়েছিলুম, বুঝি এতদিনে আমাদের সেই পুণ্য ক্ষয় হয়েছে, তাই দেবী এখান হ'তে অন্তর্ধান হবার জন্য প্রস্তুত হ'চ্চেন।

সুনীতা। হায় হায় বড়্‌ঠাকুর—দিদিকে আমার চিন্‌তে পার্‌লেন না! তাই তিনি তাঁর সঙ্গেও এরূপ কুব্যবহার করছেন। যাই হোক্— হই দরিদ্র, তবু মনের সুখে আছি। কপালে টাকাকড়ি কি দু'খানা গয়না কাপড় নেই এই যা দুঃখ, নৈলে স্বামীর ভালবাসায় ভিক্ষান্নেও ইন্দ্রাণীর ভোগ্য সুধায় বঞ্চিত নাই।

সুদামা। কেন সুনীতা, অর্থ, বসনভূষণ কি তোমার এত প্রিয় পদার্থ?

সুনীতা। শুনেছ একবার কথা! এ সকল কোন্ মানুষে আবার না চায়?

সুদামা। এই ত আমিই চাই না।

সুনীতা। তুমি চাও না, কিন্তু জগৎ ত আর মাত্র তোমাকে নিয়ে হয়নি।

সুদামা। আমাকে নিয়ে না হ'লেও আমিও ত জগতের মধ্যে একজন? না তা তুমি অস্বীকার কর?

সুনীতা। অত শত বুঝি না, লক্ষ লক্ষ লোকে চায়, আমিও তাই চাই, এতে আমার অপরাধ হয়, তা হোক্। তুমি দেবে না, সেই কথাই বল।

সুদামা। দেখ সুনীতা, আমি ইচ্ছা করলেই তোমার বাসনা পূর্ণ করতে পারি। তবে আমার ওতে ইচ্ছা হয় না।

সুনীতা। একবার ইচ্ছা কর না দয়াময়! আমার চিরদিনের বাঞ্ছা পূর্ণ করি। হাঁ, তুমি আবার দেবে? তা তোমার ত সেই বন্ধু ছাড়া পথ নেই!

সুদামা। কেন, আমার বন্ধু কি একটা সাধারণ বন্ধু! সে যে আমার অসাধারণ অসামান্য বন্ধু। সে গুরুদেবের মৃত পুত্রকে যমপুরী হ'তে ফিরিয়ে এনে গুরুদক্ষিণা দান করেছে।

সুনীতা। তা বেশ ত, তাহ'লে তুমি একবার মনে কর না কেন? একবার যাও না, আমাদের দুঃখের কথা তাঁকে গিয়ে জানাও না! আর ত এ কষ্ট সহ্য করা যায় না। কোন দিন জুটে, কোন দিন বা নিরাহার উপোসে কাটে! আমরা মেয়েমানুষ, সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু প্রভু, তোমার অবস্থা দেখলে আমার প্রাণ ফেটে যায়। সেই দেবনিন্দ্য দেহ একেবারে অস্থিকঙ্কালসার হয়েছে! ভিক্ষায় ক'দিন চ'লবে, তাও কি একটা—

সুদামা। দেখ' সুনীতা, আমি এখনি একবার বন্ধুর নিকট যেতে পারি, তোমার চিরবাসনাও পূর্ণ করতে পারি, কিন্তু যাই না কেন জান, পাছে

বন্ধুর কোন মান হানি হয়। আমি কৃষ্ণবন্ধু—আমার অভাব কিসের, এই কথাই সকলে জানে। কিন্তু আজ যদি সেই বন্ধুর কাছে ঐশ্বর্য্য যাচ্ঞা ক'রতে যাই, তাহ'লে যেন বন্ধুর কোন অবমাননা করা হয়, এই কথাই প্রাণে জাগে।

সুনীতা। বলি তুমি ত আর অন্যের কাছে যাচ্চে না, বন্ধুর কাছে যাবে—বন্ধুকে বল্‌বে—তাতে তোমার বন্ধুর মানামান কি? যদি তুমি শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু হ'য়ে অন্যের কাছে গিয়ে হাত পাততে, তাহ'লেও বরং একটা কথা উঠতে পার্‌ত।

সুদামা। তা বটে সুনীতা, তাহ'লে যাব না কি?

সুনীতা। যাও না, গেলে দোষ কি? বরং সব দিকেই লাভ। তাতে বরং তোমার বন্ধুর গুণ-মহিমা আরও লোকের কাছে বেড়ে উঠবে! তিনি যদি তোমার দুঃখমোচন করেন, তাহ'লে তাঁর গৌরব।

সুদামা। হাঁ, কথা ত তাই। মরি, আমার সুনীতা কি বুদ্ধিমতী, প্রকৃত কথাই ত! বেশ, তাহ'লে যাব সুনীতা, একদিন একটা শুভদিন দেখে বন্ধু দর্শনে শুভযাত্রা করবো।

সুনীতা। না, যদি যেতে হয়, কালই যাত্রা কর। এখন দেখছ ত দিদির ভারও তোমাকে নিতে হবে, ভিক্ষা ক'রে আর ক'জনকার চালাবে?

সুদামা। বেশ, তাই হবে। তবে কথা হ'চ্চে কি জান সুনীতা! বন্ধুর সাক্ষাতের জন্য যে বন্ধুগৃহে যাব, তখন কি শূন্য হস্তে যাওয়া সঙ্গত? শুনেছি, বন্ধু নাকি অনেকগুলি বিবাহ করেছেন, তাহ'লেই আমার অনেক-গুলি বন্ধুপত্নী আছেন, তাঁরা যখন শুন্‌বেন, আমি তাঁদের স্বামীর বাল্য-বন্ধু, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি, তখন সকলেই সানন্দে বল্‌বেন, "বন্ধু, আমাদের জন্য কি এনেছ?" বিশেষতঃ যিনি আমার বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর ত প্রথম কথাই তাই। আবার তুমি তাঁর বন্ধুপত্নী, তুমি কি দিয়েছ,

এই নিয়ে রহস্যও করতে পারেন! তখন যে বড়ই লজ্জিত হবো সুনীতা!

সুনীতা। বেশ ত—আজ ভিক্ষায় যাও, যা পাবে, তাতেই আমি সুন্দর চিড়ে তৈরী ক'রে দোব, তাই নিয়ে যাবে। আমরা দরিদ্র, এর চেয়ে কোথায় কি পাব?

সুদামা। তাই হবে সুনীতা, তা'হ'লে আমি ভিক্ষায় চল্লাম। তুমি বড়বৌ ঠাকুরুণকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে কিছু খাওয়াওগে। দেখ', যেন বাস্তুতে স্ত্রীহত্যা হয় না।

সুনীতা। তাও কি আমাদের কিছু আছে যে দিদিকে খেতে দোব!

সুদামা। কিছুই নেই?

সুনীতা। থাক্‌বে কি ক'রে? কাল মালতীটা ক্ষিদে ক্ষিদে ক'রে সারা রাত ঘুমোয় নি! গোবিন্দ ত ছট্‌পট্‌ করেছে।

সুদামা। তাইত, তা'হ'লে আমার বন্ধুর নিকট যেতেই হ'য়েছে।

[প্রস্থান।

সুনীতা। তাই ত, এখন কি করি? দিদিকে কেমন ক'রে বাঁচাই? দিদি যে তিন দিন একেবারে জলস্পর্শ কর্‌লেন না।

দ্রুতপদে মালতীর প্রবেশ।

মালতী। ওগো, শোন শোন ভাতারের মাগ, তোমার গোবিন্দকে এখনি বাড়ী হ'তে তাড়াবে ত তাড়াও, নৈলে ড্যাংরে অনামুখোর মুখ আমি লাথিতে ভেঙ্গে দোব।

সুনীতা। কেন লো, তোর সঙ্গে আবার তার কি হ'ল?

মালতী। কি হ'ল, তোমরাই ত মাগ-ভাতারে আমায় খেতে দিতে হয় ব'লে সে অল্লেয়েকে নেলিয়ে দিয়েছ! মুখে আগুন, মুখে আগুন, ছোঁড়ার যদি আবার ধানসিদ্ধোর তোলোর মত রূপ না হ'তো! কি ছিরি

—লোকের কারো কোথায় একটা আধটা বাঁক থাকে, এঁর আবার তিন তিনটে বাঁক !

সুনীতা। মর্ পোড়ার মুখি, এদিকে যে তোর গোবিন্দের সঙ্গে খুব ভাব, এর মধ্যে আবার কি হ'লো ?

মালতী। বেশ হ'ল, ওগো বেশ হ'ল ! গোবিন্দ বেশ, খুব বেশ, সব গুণের গুণবান্ ! একরত্তি ছোঁড়া, আবার রসের কথা কত ? পীরিতের আবার আঁথর কি ?

সুনীতা। মর্ কি হ'য়েছে বল্ না।

মালতী। বল্‌ব আর কি, তোমার গোবিন্দ আমার সঙ্গে পীরিত কর্‌তে চান্ ! এমন কি পায়ে ধরা !

সুনীতা। মুখে আগুন তোমার, ভাতারের বিরহে এমন ক্ষেপলি যে, সে দুধের ছেলে—মর্ পোড়ার মুখীর কথা শুনেছ ! এখন আমি যাই বোন্, দেখি দিদিকে যদি কোথা হ'তে কিছু এনে খাওয়াতে পারি। [প্রস্থান।

মালতী। শুন্‌লে—শুন্‌লে—ভাতারের মেগের কথা শুন্‌লে ? ওঁদের গোবিন্দ কচি খোকা, দুধের ছেলে ! কুমড়ো ডাঁটা চিবিয়ে খেতে জানেন না ! মর্ মর্ সে আবার ছেলে, পুরানেশে ছেলে, সর্ব্বনেশে ছেলে ! সে ছেলে না ছেলের বাপের বাপ ! ধিক্-জীবনেটাকে আজ খুব কড়া কথা ব'লে এসেছি, ফের যদি আসে, তাহ'লে মালতীর লাথির চোটে সেই বাঁকা মুখপোড়াকে সোজা ক'রে ছাড়বো, তবে আমার নাম মালতী বাম্‌না।

গীত

আমার শূন্য ঘরের ঠাকুরটীকে সে সরিয়ে দিতে চায়।
এবনি গো সে সর্ব্বনেশে তারে চিন্‌তে পারা দায়।

যত বলি না কাছে ঘেঁসিস্, থাক্‌না কেন যেমন আছিস্,
সে বারণ না শুনে কাণে কেবল আসে যায়,
আমার ফুলের মালা নেয় সে গলে, আমার দেবতা নাহি পায়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

[প্রাঙ্গণ]

গোবিন্দের প্রবেশ।

গোবিন্দ। গীত

মালতী মালতী মালতী ফুল!
তোর গন্ধে আমার ঘটায় ভুল॥
আয় আয় ও মালতি,
আয় পীরিতি করি সতি,
তুই যে গোবিন্দের গতি-জাতি-মান-কুল।
আমি মান্‌ছি নিজে হার,
আমি তোরে করেছি হৃদি-হার,
নে আমারে দিচ্চি উপহার, আমার শূন্য মনের শূল।

মালতীকে ছেড়ে এক তিল থাক্‌তে পারি না! মাগী কি কোনও গুণ জানে নাকি!

মালতীর প্রবেশ।

মালতী। হাঁরে মুখপোড়া, আমি গুণ জানি! তাই তোর জন্যে আমি পাগল হ'য়ে বেড়াচ্চি, দেখতে পাস্‌না? তুই ফের যে আমার কুঁড়ের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছিস্?

গোবিন্দ। কেন মালতী দিদি, আমাকে দুষ্‌প করিস্! আমি নয় তোকে ভালই বেসেছি, কিন্তু সে ভালবাসায় তোর কি এই ভালবাসা?

মালতী। শুনছ, ছোঁড়ার রসিকতা! কথার বাঁধুনিটা একবার শোন!

গোবিন্দ। মালতী দিদি, তোর প্রাণ কি এত কড়া, আমাকে কি তোর মোটেই ভাল লাগে না?

মালতী। তুই কে রে মুখপোড়া যে, তোকে আমার ভাল লাগবে?

গোবিন্দ। নেই লাগুক, আমি একটু বাঁশী বাজাই, তুই শোন্।

মালতী। আবার তুই বাঁশীর নাম করছিস্? তোর বাঁশীতে আগুন ধরিয়ে দোব না? দেখবি মালতী বামনীকে?

গোবিন্দ। তা ত আমি জেনেছি দিদি, নূতন ক'রে আর কি জানাবি?

মালতী। তুই আমাকে জেনেছিস্ যদি, তা হ'লে তুই আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিস্ কেন?

গোবিন্দ। ফুলের গন্ধ কি ভোমরা ভুলতে পারে? ফুল চাক্ বা না চাক্, তাকে যে আস্তেই হবে।

মালতী। মুখে আগুন, মুখে আগুন, আমি হলুম ফুল, আর উনি হ'লেন ভোমরা!

গোবিন্দ। ফুল কি জানে আমি ফুল, আমার গন্ধ আছে? কেন ভুল করছিস্ দিদি, সত্যি সত্যি তুই ফুল, আর আমি ভোমরা।

মালতী। তবে রে ছোটলোক, আজ তোর কপালের ফাঁড়া ফল্‌বেই ফল্‌বে। একবার দাঁড়া ত! (আক্রমণ)

গোবিন্দ। (যোড়হস্তে) মাপ কর দিদি, কথা পাল্‌টে নিচ্ছি।

মালতী। কথা পাল্‌টে নিচ্ছিস্ কি?

গোবিন্দ। এই আমি ফুল, তুই ভোমরা, তা হ'লেই ত হ'ল?

মালতী। ছোঁড়া কি ডিংরে গো! দেখ্ গোবিন্দ! তুই যদি

এখনও ভাল চাস্, তাহ'লে বলছি, তুই আমার ছায়া মাড়াবিনে, ত্রিসীমানায় আসবিনে, আমার নাম মুখে আনবিনে।

গোবিন্দ। আচ্ছা দিদি, তাহ'লে তুই একটি কথা বল, আমি তাহ'লে তোর সব কথাই শুনব।

মালতী। আচ্ছা রাজী, বল্—শীগ্‌গির বল্—

গোবিন্দ। এই যে তুই বলছিলি না আমার ছায়া মাড়াবিনে, আমার নাম মুখে আনবিনে, এ কথা কেন দিদি? তুই সত্যি বল, কেন তুই আমাকে এত ভয় করিস? আমি তোর করলুম কি!

মালতী। ছোঁড়া বিদ্‌কুটে বেহায়া, বদের ধাড়ি। যা, এখনও যা বলছি, তা নৈলে আমি পাড়ার লোক জড় করব।

গোবিন্দ। তাহ'লে আমি কি তোকে ছেড়ে দোব? পিঁপড়েকে মারলে ধরলে কি গুড়ের নাদা ছেড়ে সে পালিয়ে যায় নাকি?

মালতী। রোস্ ত ছোঁড়া, তোর রসকরা কথার শ্রী ঝাঁটায় আজ ধুইয়ে মুছিয়ে দি। [বেগে প্রস্থান।

গোবিন্দ। ধন্য সতি! ধন্য তোর পতিভক্তি! আজ তোর সতীত্বের প্রভায় ভগবানও পরাস্ত! না, আজ আর বাড়াবাড়িতে কাজ নেই, এখন যাই। [প্রস্থান।

ঝাঁটা হস্তে মালতীর বেগে প্রবেশ।

মালতী। কৈ কোথা গেল, পালিয়েছে! আজ এই ঝাঁটাখানা তার পিঠে গুঁড়ো করতুম! ছোঁড়া ত সহজ ছোঁড়া নয়! কাল ছোঁড়া আমার কাল হ'য়ে এই বাড়ীতে এসে ঢুকেছে! মালতী হেন মেয়ে, একেই টলিয়ে দিতে চায়! ছোঁড়ার জন্যে তেমন মন আমার একবারের জন্য স্থির নয়! সর্ব্বদাই পদ্ম পাতার জলের মত টল্‌টল্ করছে! যেই আমি আমার মনকে শক্ত ক'রে এঁটে সেঁটে বেঁধে আমার প্রাণের দেবতা পতিদেবতার

পাশে গিয়ে বসি, অমনি সেখানে গিয়ে হাজির ঐ কাল মুখপোড়া! মুখপোড়ার কাল রূপেও যেন এক রূপের তরঙ্গ খেল্‌ছে! কথায় যেন স্বর্গের মন্দাকিনী বচ্চে! এত যে গাল দিচ্চি, মুখ কর্‌ছি, কিন্তু ছোঁড়ার মুখখানা কখন ভার দেখ্‌লুমনি। সর্ব্বদাই হাসিভরা মুখ! সর্ব্বদাই সব রসই বিকাশ কর্‌ছে! দূর ছাই, আবার তার কথা! সে আমার কে? সে সর্ব্বনেশে ছোঁড়া মেয়েমানুষকে ঘরের বার করতে চায়। হে সর্ব্বস্বনিধি পতিদেব! কেন তুমি আমার প্রতি অপ্রসন্ন নাথ! তোমার দাসী শ্রীপদে কোন্ অপরাধে অপরাধিনী! যাই, আজ গিয়ে পূজায় বস্‌বো, তোমার ধ্যানে যদি কোন বিঘ্ন ঘটে, তাহ'লে আর এ পাপ প্রাণ রাখ্‌ব না। মালতী তোমা ছাড়া বিশ্বের ভগবানকেও চায় না। তুমি আমার আরাধ্য শিবশম্ভু, তুমি আমার নিত্য পূজার জনার্দ্দন শালগ্রাম, তুমি আমার জীবনের পরমায়ু। [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

[দ্বারকার রাজসভা]

শ্রীকৃষ্ণ ও বিকর্ম্মার প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ, কি জন্য কোথা হ'তে কি উদ্দেশ্যে এসেছেন?

বিকর্ম্মা। দেখুন, আমি বড় জ্বলে পুড়ে আস্‌ছি, কিন্তু স্পষ্ট বল্‌ছি—আপনি রাজা ব'লে, আমি আপনাকে ভয় কর্‌বো না মহারাজ!

শ্রীকৃষ্ণ। কেন, ভয় কর্‌বেন কেন? আমি ত আপনাকে কোন ভয়ের কথা বলিনি!

বিকর্ম্মা। তা হোক্, বড় জ্বালা, আমার বড় জ্বালা মহারাজ! আমি কিন্তু আগে থেকেই ব'লে রাখ্‌ছি।

শ্রীকৃষ্ণ। বেশ, আমিও শুনে রাখছি।

বিকর্ম্মা। কেবল শুনে নয়, মনে রাখতে হবে মহারাজ! আমি আসছি আজ অনেক দূর হ'তে, বড় দুঃখে কষ্টে আসছি! সত্যিকার কথা-গুলি আমি শুনতে চাই মহারাজ! আচ্ছা মহারাজ, আপনার সুদামা নামে কি কোন বন্ধু আছে?

শ্রীকৃষ্ণ। সুদামা নামে বন্ধু—তাইত—সুদামা নামে বন্ধু—

বিকর্ম্মা। এই দেখ, পণ্ডিত ভেয়ের আমার বিদ্যেখানা দেখ! আরে এঁরা হচ্চেন—রাজা লোক; আর তুই হচ্চিস্ ভিক্ মাগা জাত বামুন, তোর সঙ্গে এঁদের বন্ধুত্ব হবে কেমন ক'রে? লোকের সমানে সমানেই বন্ধুত্ব হ'য়ে থাকে। তবে ভাই ত আমার কখন মিথ্যে কথা কয় না! তাইত, আমি ত ভুল করলুম নি? আর ত কোথাও দ্বারকা নেই বা আর ত কোনও কৃষ্ণ নেই?

শ্রীকৃষ্ণ। কেন ব্রাহ্মণ, কি হ'য়েছে, আপনি এত চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন কেন?

বিকর্ম্মা। চিন্তিত একটু হবার কথা! চিন্তিত হ'লাম কেন মহারাজ, এই ত দ্বারকা? আপনিই ত সেই দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ?

শ্রীকৃষ্ণ। কেন ব্রাহ্মণ, আপনি কি তার কোন ব্যতিক্রম বুঝছেন?

বিকর্ম্মা। তা ত বটে, আচ্ছা মহারাজ, রাগ করতে পাবেন না, গোড়ায় আমি যা বলেছি। আচ্ছা, আপনি কি সান্দীপনি মুনির নিকট কিছুদিন অধ্যয়ন করেছিলেন?

শ্রীকৃষ্ণ। করেছিলাম।

বিকর্ম্মা। তাহ'লে ত মিলছে। আরে যখন এসেছি, তখন কি তার তল্লাস নিতে পারব না? আচ্ছা মহারাজ, সেইখানে সুদামা ব'লে এক ব্রাহ্মণের ছেলে সেই মুনির কাছে পড়ত?

শ্রীকৃষ্ণ। কেন বলুন দেখি, এখন আমার স্মরণ হ'য়েছে, আমারই সঙ্গে সুদামা নামে এক ব্রাহ্মণপুত্র অধ্যয়ন করতেন।

বিকর্ম্মা। এইত মিল্‌ল। আচ্ছা মহারাজ, আপনার সঙ্গে কি তার কোন মিতালি হ'য়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণ। মিতালি, এমন কি! আমরা গুরুগৃহে কত ছাত্র অধ্যয়ন কর্‌তাম, সকলেই ত ভাই ভাই ছিলাম।

বিকর্ম্মা। তা ভাই ভাই ত ছিলেন, তবু তার মধ্যে বেশী মেলামেশা কি কারো সঙ্গে হয়নি ?

শ্রীকৃষ্ণ। তা—তা—আর্য্য সুদামা আমাকে কনিষ্ঠ সহোদরের মতই দেখতেন!

বিকর্ম্মা। আর আপনিও তাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের মত ভক্তি কর্‌তেন ? কথার মার প্যাঁচ বুঝছ না! উনি আমায় এত বোকা বামুন ঠাওরেছেন! জানেন না ত আমিও দালান-কোঠায় শুই!

শ্রীকৃষ্ণ। কেন, আপনার এত কথায় প্রয়োজন কি ?

বিকর্ম্মা। প্রয়োজন কি ? মহারাজ! আমি গোড়ায় বলেছি, আমার কথায় রাগ্‌তে পাবেন না, আর এখনও বল্‌ছি, রাগ কর্‌বেন না। প্রয়োজন কি ? প্রয়োজন কি ? আছে বৈকি, না থাক্‌লে তালভাঙ্গা পাঁচশ ক্রোশ আসেই বা কে, আর না খেয়ে না দেয়ে এত কথা বলেই বা কে ? প্রয়োজন কি ? মহারাজ! ও দ্বারকেশ্বর! আমার সর্ব্বনাশটা ক'রে ছেড়েছ, আমার সাধের আশার পরকালটা খেয়েছ, আমার সাত হাত ছাতিটাকে ভেঙ্গে দুমড়ে এতটুকু ক'রে দিয়েছ, আবার এখন বল্‌ছ প্রয়োজন কি ?

শ্রীকৃষ্ণ। আপনি বল্‌ছেন কি ? আমি আপনার কর্‌লাম কি ?

বিকর্ম্মা। কর্‌লাম কি—হায় হায় হায়! কর্‌লাম কি? এখন বলে কি গো—বলে কর্‌লাম কি ? মানুষের শত্রু মানুষে আবার এর চেয়ে কি ক'রে

থাকে? আবার বলে কিনা—করলাম কি? করেছ কি? খুব করেছ, বেশ করেছ, খুব ভাল মানুষের ছেলে তুমি—খুব ভাল কাজ দেখিয়েছ, আবার বলে কিনা করেছি কি? করেছ কি শুনবে? অনেক দুঃখের ভাই আমার, এক মায়ের পেটের ভাই আমার, অনেক সাধের—অনেক আশা-ভরসার ভাই আমার, যে ভাই আমার পণ্ডিত হ'য়ে এলো, বাপ ঠাকুর-দাদার মুখ আলো করল, যে ভাই আমার টাকাকড়ি উপায়-উপার্জ্জন ক'রে আমার দালান-কোঠার ওপরে আবার সার গেঁথে দালান-কোঠা সাজাত, সেই গুণের ভাইকে আমার তুমি একেবারে পর ক'রে দিয়েছ। ছিঃ ছি এমন কাজও করতে হয়? এমন সর্ব্বনাশও মানুষে মানুষের ক'রে থাকে? ভাইটাকে আমার পাগল ক'রে ছেড়েছ, আবার বলছ, আমি কি করেছি? ছিঃ ছিঃ ছিঃ এমন কাজও করে? আরে ছিঃ ছিঃ! হাঁ কৃষ্ণ, আমরা তোমার কি করেছিলাম? তুমি রাজালোক, আমরা ত তোমার রাজ্যের দীন দুঃখী প্রজা, তোমার সঙ্গে কখন কোন দিন কোন প্রকাশ্য শত্রুতা করতে ত পারিই নি, মনে মনে যে করতে পারি, এমন নিদর্শনও তুমি কোন দিন পাওনি, তবে কেন এমন করলে? কেন এমন ক'রে ব্রাহ্মণের বুকে শেল দাগ্‌লে! ভাই আমার সদাশিব ছিল, আমার ইসারায় সে উঠত —বসত, দাদা অন্ত তার প্রাণ ছিল, আর তুমি তার সঙ্গে মিশে কাণে এমনি মন্ত্র দিয়ে দিয়েছ যে, সে একেবারে লোক-সমাজের বার? কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক'রে পাগল! কৃষ্ণ, তোমায় বন্ধু ক'রে তার ঘরকন্না সব চুলোয় গেল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—তুমি যে কৃষ্ণ রাজা? যে রাজা প্রজার গৃহবিবাদ মিটিয়ে দেন, যে রাজা প্রজার শান্তি দান করেন, সেই রাজার কি এই কাজ?

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ, বৃথা আমায় অনুযোগ করছ?

বিকর্ম্মা। করব না? একশ'বার করব, যতদিন চন্দ্রসূর্য্য থাকবে, তত-দিন করব। যা করেছ করেছ, সে দাগ কি মুছবার, না সে কথা ভুলবার?

শ্রীকৃষ্ণ। এখন আমায় কি করতে হবে, তাকি বলতে পারেন ব্রাহ্মণ?

বিকর্ম্মা। আরে সে কথা থোওনা। বোঝা গেছে, গোলের গুরুঠাকুর তুমি। আমার ভাইকে পর করবার ওস্তাদ তুমি। কর, কর, মহারাজ, তুমি করতে পারবে; কিন্তু ভগবান করতে পারবে না। এ সত্য ব্রাহ্মণ-বাক্য জানবে। যদি বামুনের ছেলে সন্ধ্যাহ্নিক জপ ক'রে থাকি, যদি বাবা শ্রীধরের মাথায় একদিনও সচন্দনতুলসী দিয়ে থাকি, তাহ'লে ভ্রাতৃবন্ধু, আমার পরম শত্রু তুমি জেনে রাখ, ভাইকে আমার তুমি পর করতে পারবে না। আরে ছিঃ ছিঃ—এমন ক'রে পরের ঘর কি ভাঙতে হয়?

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ, আমার ওপরই আপনি দোষারোপ করছেন, সে আমার বন্ধু আমি ত বলছি না। যাক্, কিন্তু আপনিও ত বলছেন না, আমি কি করলে আপনার মনস্তুষ্টি সাধন করতে পারি? আবার আমি কোন দোষের দোষী নই, তাও মৌনে স্বীকার ক'রে নিচ্চি।

বিকর্ম্মা। তুমি দোষী নও মহারাজ? আবার বলছ তুমি দোষী নও? আচ্ছা, দোষী নও যদি, তাহ'লে লেখ চিঠি, লেখ চিঠি—লেখ যে, "ওরে সুদামা, ওরে আহাম্মক, আমি কৃষ্ণ, দ্বারকার রাজা, তোর বন্ধু নই। তুই কেন "কৃষ্ণ বন্ধু, কৃষ্ণ বন্ধু" ব'লে পথে পথে কুকুরের মত ঘুরে মরিস?"

শ্রীকৃষ্ণ। এযে ব্রাহ্মণ, আপনার অন্যায় কথা আলোচনা করা হচ্চে!

বিকর্ম্মা। হুঁ, আমার অন্যায় কথা হ'ল। তুমি বলতে পারছ আর লিখতে পারবে না? তখন তোমাকে সাধু ব'লে কেমন ক'রে ঠাওরাব? বেশ, যদি সাধু, তবে লেখ যে, আমি কৃষ্ণ তোমার বন্ধু নই।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন ব্রাহ্মণ, এ লিখনে আপনার কি হবে?

বিকর্ম্মা। কি হবে, তা আমি বুঝে নোব, তুমি লেখনাই গা। (স্বগত) উঃ কি শয়তান! তবু দুকলম লিখতে চাচ্চে না। লিখবে কি ক'রে? পেটে পেটে যে প্যাঁচ আছে।

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা ব্রাহ্মণ, পত্র নয় লিখলুম, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমি তার বন্ধু হ'লে আপনার দুঃখ কি কেবল সে অর্থোপার্জ্জন করে না ব'লে ?

বিকর্ম্মা। তা নয় ত কি, হও না তুমি তার বন্ধু, আর সে তোমার বন্ধু। কিন্তু ভাই সংসারকে কে কোথায় ভাসিয়ে দেয় ?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি কি তাকে সংসার ভাসিয়ে দিতে বলেছি ?

বিকর্ম্মা। বলনি ত, সে আমার কথা শুনে না কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ। তা আমি কি করব ?

বিকর্ম্মা। তাহ'লে তুমি পত্র লিখবে না, এই কথা সাফ্ বলনা কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ। তা লিখব না কেন, এই লিখে দিচ্ছি, নিন্। (পত্র লিখন ও দান)

বিকর্ম্মা। দিন্। হাঁ, এইবার আমার পথহাঁটা সার্থক হ'ল ! (উত্তরীয় বস্ত্রে পত্র বন্ধন) থাক শক্তিশেল—এবার পণ্ডিত ভাইকে আমার কায়দায় পেয়েছি। আচ্ছা মহারাজ, এবার যেতে পারি। আমার কথাটায় আপনি কিছু মনে করবেন না ! বড় দুঃখের ভাই আমার, তাই রাগে আপনাকে দুকথা ব'লে ফেলেছি ! আমি আপনার বন্ধুর বড় ভাই ব'লে আমাকে মার্জ্জনা কর্‌বেন। [প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। **গীত**

আমার বিনোদ প্রেমের বিনোদ হিল্লোলে।
ভ্রাতৃপ্রেমের প্রেমিকবর দুলে দুলে দুলে বিনোদ চলে॥
প্রেমের বিনোদ তুফান প্রাণে বয়, সে বিনোদ অমল সরলতাময়,
আমি তারি বিনোদ ফুলে বিনোদ মালা গাঁথিয়ে পরেছি গলে।
যে বিনোদ প্রেমের বিনোদ তত্ত্ব মাখামাখি অনলে অনিলে জলে॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

[কুটির]

সুদামা, গোবিন্দ ও পুঁটুলি হস্তে সুনীতার প্রবেশ।

সুদামা। যাক্, অনেক যত্নে—কষ্টে তবে বড়বৌ ঠাকরুণকে আজ একটুকু জল খাওয়াতে পেরেছি। বুঝিয়েছি, আমি বন্ধু দর্শনে যাচ্চি, পথিমধ্যে দাদার সংবাদও নিতে পার্‌ব, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট। সুনীতা, তুমি ঠাকরুণের কাছেকাছেই থাক্‌বে। ভাই গোবিন্দ, এ আশ্রমের সব ভার তোমার, আমি যতদিন না বন্ধুগৃহ হ'তে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

সুনীতা। আর ব'লে যাও, মালতীর সঙ্গে যেন ঝগড়া না করে।

সুদামা। কেন, মালতীর সঙ্গে ওর বিবাদ কিসের?

সুনীতা। মালতী যে কথা ব'ল্লে রাগে, সেই কথা নিয়ে।

সুদামা। হাঁ গোবিন্দ, সে অভাগিনী অনাথিনীর সঙ্গে তোর কেন বিবাদ ভাই!

গোবিন্দ। কেন, বৌদিদিই বলুক না—দোষ কার? সে আমায় দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারে না! তাই খিটিরমিটির!

সুনীতা। তা তুমি ভাই তার সঙ্গে কথা না কইলেই পার?

গোবিন্দ। হাঁগো, তাতে আবার ত আরও আগুন জ্বলে উঠে! গায়ে প'ড়ে এসে ঝগড়া করে। তার যত রাগ, এই বাঁশীটার ওপর।

সুদামা। যাক্ ভাই, এই ক'দিন তুমি ছোটবোয়ের কথা মতই চ'ল্‌বে, আমার সেখানে অধিক দিন বিলম্ব হবে না। তবে বলাও যায় না, বন্ধু আমার অনেক দিনের পর আমায় পাবে, আমিও অনেক দিনের পর বন্ধুকে দেখ্‌ব, অনেক কথা আছে, অনেক কথা হবে, তারপর নিজের দারিদ্র্যের কথা, ছোটবোয়ের বাসনার কথা র'য়ে ব'সে বল্‌তে হবে, তখন কিছু বিলম্ব হ'তে পারে বৈকি। গোবিন্দ, ভাই আমার, সব ভার তোমার

ওপর রৈল! এসে যেন দেখি, এ আমার সংসার নয়—গোবিন্দের সংসার! এ আশ্রম আমাদের নয়, গোবিন্দের আশ্রম। গোবিন্দ এ গৃহের গৃহস্বামী, আমরা গোবিন্দের গৃহের পালিত দুটী দরিদ্র দম্পতি। সুনীতা, তুমি বুদ্ধিমতী আছ, গোবিন্দ যেটী না বুঝতে পারবে, তুমি গোবিন্দকে তা মিষ্ট কথায় বুঝিয়ে দেবে। আর তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি যখন এতদিনের পর বন্ধুর নিকট যাচ্চি, তখন বন্ধুর নিকট নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা ক'রে আসব। বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করলেই বুঝবে, আমি কেন বন্ধুর গৌরব-গর্ব্ব করি? জানবে—আমার কৃষ্ণবন্ধু—কিরূপ বন্ধু। সে গুরুগৃহে চিরদিনই আমার অসময়ের বন্ধু ছিল। সুসময়ে সে যেমন তেমন—অসময় হ'লে সে বুক দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, আমার কাজ করতো, তাতে তার নিজের সুখ-স্বার্থের প্রতি কণিকা দৃষ্টিটুকু মাত্র থাকতো না! তাকে ডেকে সাহায্য নিতে হ'ত না! তার সব অযাচিত দান। যাক্ এখন দাও—বন্ধুর জন্য আমার কি উপঢৌকন খাদ্য প্রস্তুত করেছ, সেইগুলি দাও, তুচ্ছ উপঢৌকন ব'লে সে কখনই তাচ্ছিল্য করতে পারবে না। সে আমার খাদ্য চেয়ে খেতো, এ ত আবার আমি তার জন্য অযাচিতভাবে নিয়ে যাচ্ছি।

সুনীতা। (পুঁটুলি প্রদান পূর্ব্বক) এই কটী দিতে লজ্জা হয়, কি জানি বন্ধু তোমার মনে কি করবেন। যৎসামান্য চিপিটক—যা তুমি ভিক্ষায় চাউল পেয়েছিলে, তাতেই প্রস্তুত করেছি—তুমি বলেছ, তাঁর ষোলশ' পত্নী, কণিকা কেন—অণু-পরমাণু দিলেও ত কুলোবে না।

সুদামা। সুনীতা, তার জন্য ভাবিত হ'য়ো না, বন্ধু আমার সে প্রকৃতির নয়, তাঁর আমার অদ্ভুত প্রকৃতি! মনে হয়, গুরুগৃহে একদিন ভোজন দ্রব্যের অসংকুলান হ'লে অতি ক্ষুধিতাবস্থায় একটী মাত্র বদরী ফল আহার করছি, এমন সময় বন্ধু কৃষ্ণ আমার অতি ক্ষুধিত হ'য়ে আমায় এসে বল্লে—"দাদা সুদামা, বড় ক্ষুধা পেয়েছে!" আমি তখন সেই ক্ষুদ্র

বদরীর একের তৃতীয় ভাগ গলাধঃকরণ করেছি, মাত্র এক চতুর্থাংশ হস্তে রয়েছে, তাই তার মুখের সম্মুখে ধরে বল্লাম, "ভাইরে! অগ্রে কেন আমায় বল্লি না, তাহ'লে ত আমি এ বদরী ভক্ষণ করতাম না।" তখন সে আমার হাসতে হাসতে আমার করস্থিত ভুক্তাবশিষ্ট বদরীর খণ্ডটী মুখে তুলে নিয়ে বল্লে, "যথেষ্ট দাদ, এতেই আমার হবে।" এত প্রেম তার আমার প্রতি। সুনীতা, তুমি যে আমার বন্ধুকে কখন দেখনি, দেখলে আর কোন কথাই বল্‌তে না। সে যে আমায় চিনে, সে যে আমায় জানে—আমি চির-দরিদ্র।

গোবিন্দ। তবে দাদা, আমিও এখন তোমার বন্ধুর বিরুদ্ধে দু'কথা বল্‌তে পারি। যদি তোমার বন্ধু এমন, তাহ'লে তিনি কি বন্ধুর কাজ করছেন, তিনি ত এখন রাজা ?

সুনীতা। গোবিন্দ! আমারও ভাই ঐ কথা। তবে স্বামীর ওপর ত কোন কথা নেই।

সুদামা। ওগো, নিজের অবস্থার ওপর চেয়ে কথা ক'য়ো। আমরাই বা বন্ধুর জন্য করছি কি ? এই ষোড়শ বৎসর মধ্যে যে একবার দেখা করতে যেতে সময় পাইনি! বন্ধু ত আর ধন অর্থ নিয়ে নয় ? গোবিন্দ! তুমি যে বল্‌ছ, বন্ধু যখন আমার রাজা, তখন দরিদ্র বন্ধুর দারিদ্র্য দূর করলেন কৈ ? তা ব'ল্‌তে পার, কিন্তু ভাই, রাজার রাজকার্য্য যে কি ভয়ঙ্কর, তাকি বুঝছ না ? তার সময় কোথা যে, মনে ক'রে ব'সে থাক্‌বে ? আমার মত লক্ষ কোটী দরিদ্রের আবেদন নিবেদন দিনরাত্রি তাকে শুন্‌তে হচ্ছে, দেখতে হচ্ছে, তাদের অভাব মোচন করতে হচ্ছে; তখন আমায় সে কখন চিন্তা করবে ?

যমুনার প্রবেশ।

যমুনা। ঠাকুরপো, তুমি যখন যাচ্ছ, তখন তোমার দাদার জন্য আমার

আর চিন্তা করবার কিছুই নেই। আমি অর্দ্ধমৃতাবস্থায় ছিলুম। আমি তাঁর পাদপদ্মে কোন অপরাধ করিনি, এ কথা তুমি দেখা হ'লেই বল্‌বে।

সুদামা। হাঁ দেবি! সে কথা আমায় আপনাকে বল্‌তে হবে না। তবে অভিমানী দাদা আমার, আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করলে হয়!

যমুনা। তা ভাই, কি করবে, তোমার জ্যেষ্ঠ ত! তোমার ত উপেক্ষার জিনিষ নয়?

সুদামা। ঠিক বৌঠাকরুণ, তিনি আমার আবার উপেক্ষার কি? জ্যেষ্ঠ সহোদর, পিতৃতুল্য। তিনি আমার উপর অভিমান করতে পারেন, ক্রোধ করতে পারেন, তিরস্কার করতে পারেন, তাঁতে সবই সম্ভবে। তা ব'লে আমি কি তাঁকে কোনও কথা বলতে পারি? তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হ'লে আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর ব'লে আমি তাঁর পায়ে ধর্‌ব।

যমুনা। ধর্‌বে বৈকি ভাই, আমারও ইচ্ছা করে তোমার সঙ্গে যাই, তবে আমি মেয়েমানুষ, তুমি তোমার বন্ধু দর্শনে যাচ্ছ, আমার যাওয়াটা ভাল দেখায় না, তাই যেতে পারলুম না। যাক, তুমি যখন যাচ্ছ, তখন আমার যাওয়ার চেয়েও ঢের বড়। বেলা হ'য়ে পড়ল, আর দেরী কিসের?

সুদামা। না, আর বিলম্ব কি? আসি গোবিন্দ, যা বল্লুম, তা যেন মনে থাকে। আসি ছোটবৌ! খুব সাবধানে থাকবে। আসি, বৌঠাকরুণ! পদধূলি দিন। (প্রণাম) বন্ধু দর্শনে যাচ্ছি, যেন সকলেরই বাসনা পূর্ণ করতে পারি। [প্রস্থান।

গোবিন্দ। চল দাদা, আমি একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। আমার জন্য একটা ভাল দেখে বাঁশী এনো। [প্রস্থান।

যমুনা। আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ ছোটবৌ, তা না হ'লে সর্ব্বগুণের

গুণবান্ লক্ষ্মণের মত দেওর পেয়েও সুখী হ'তে পারলুম না। হে নারায়ণ! কি পাপে আমার এই শাস্তি!

সুনীতা। চল দিদি, অনেক বেলা হ'য়ে গেছে, এখনও গৃহকর্ম্মের কিছুই হয়নি। [**সকলের প্রস্থান**।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

[পূজাগৃহ]

পূজাদির উপকরণসহ মালতীর প্রবেশ।

মালতী। এখন মনের সঙ্গে বোঝাপড়া। এমন লোক পাইনি যে তার কাছে উপদেশ নি। তাই মনে করেছি, মনের সঙ্গেই আজ একটা যুক্তি করব। আচ্ছা মন বল ত, গোবিন্দ ছোঁড়া কে? তুমি বল্‌ছ, গোবিন্দ রস-সাগর, প্রেমময়, জগতের দুর্লভ নিধি। বল ত মন, তা তুমি কিসে বল? আমার গুণের স্বামী হ'তে গোবিন্দ কিসে রসসাগর, কিসে প্রেমময়, কিসে দুর্লভ নিধি? তুমি বল্‌ছ, দেখ না চেয়ে—ঐ বালক গোবিন্দের ঐ ক্ষুদ্র কোমল দেহের মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন অনন্ত সৌন্দর্য্য আছে কি না? ও বালক হ'লে হবে কি, ও যে একটা অপ্রাকৃত পুরুষ। বেশ মন, বেশ! তোমার কথাই মেনে নিলুম, তুমি কি বল্‌তে চাও, তুমি এখনও, স্বাধীন আছ? বিয়ের রাত্রে তুমি যে তোমার সর্ব্বস্ব একজনকে দিয়ে ফেলেছ। তোমার এমন কি আছে যে, তাই নিয়ে তুমি আজ অপরকে দান করতে পার? কেন মন, এখন তুমি জোর ক'রে কোন কথা বল্‌তে পার্‌ছ না? আর পেরেও কাজনি, এখন আমার কথা শোন, আমি যা বলি, তা কর। তুমি চঞ্চল হ'তে পার্‌বে না। আমি কি করতে তোমায় বলি, তা শোন, গোবিন্দের মুখ তুমি দেখ্‌তে পাবে না। গোবিন্দের

বাঁশী তুমি কাণে নিতে পারবে না। গোবিন্দের কথাও তুমি শুনবে না। কেবল তুমি আমার পতিদেবতার ধ্যান কর। তাঁর পাদপদ্ম আমার বৈধব্য-জীবনের একমাত্র সার লক্ষ্য। পৃথিবী রসাতলে যাক্, আকাশের চন্দ্র-সূর্য্য ওলট পালট থাক্, তুমি ঠিক থাক। কেননা তুমি ত তোমার নও, তুমি যে পতি-দেবতার অর্দ্ধ অঙ্গ। পরের জিনিষে তোমার অধিকার কি? না, পূজায় বসি। হে মনোময় দেবতা আমার, দাসী আমি, কি পাপে তোমার সঙ্গবঞ্চিতা হ'লুম। (পূজা ও চক্ষু মুদ্রিত পূর্ব্বক ধ্যান)

গোবিন্দের প্রবেশ।

গোবিন্দ। গীত

মান দে মান দে মানদে মানিনি! ত্যজ ত্যজ ত্যজ মান মণি।
প্রেমে গর গর গরবিনি! (আমি) তুহারি গরবে গরব করি ধনি॥
(আমি কাঙাল, প্রেমের কাঙাল, আমি প্রেমে গড়া, প্রেমে ভাঙা)
তু বড়ি নিঠুর ম্যায়া, পরাণ বধিলি পরাণ লৈয়া,
এখন রাখহ পরাণ চাহনি চায়া, দীন গোবিন্দে তুয়া অনুগত গণি।

মালতী। গীত

আমি পেয়েছি পেয়েছি তার দেখা।
ভুবন ভরে আছে ছেয়ে তার গো অরুণ রেখা॥
তবে নাকি বঁধু তুমি আমায় ভুলেছ,
পোড়া লোকে তুমি না কি ব'লে গিয়েছ,
কিসের বিধবা আমি, এই ত রয়েছে স্বামী,
(আমি) দিবা রাতি দেখি বুকে, তোমারি হাতের লেখা।

স্বামিন্! স্বামিন্! মালতীকে পায়ে স্থান দাও। একি! কে এ! গোবিন্দ! তুই যে আমার ঘরে? পোড়ার মুখ, আবার এসেছিস? অল্পেয়ে ছিংরে চক্ষুশূল দুর্ম্মণ! কিছুতেই আমার কথা শুনবি না? এত ক'রে জেনেও এখনও মালতীকে বুঝলি না! কিন্তু আজ বুঝাব, মালতী কুলবতী সতী,

ভ্রষ্টা নারী নয় রে—কালামুখ। এত সাহস তোর, এত তোর বুকের পাটা লম্পট! এই দেখ্, মালতী কে? এক লাথিতে তোর বুক আজ ভাঙব।
(গোবিন্দের বক্ষে পদাঘাত, গোবিন্দের অন্তর্ধান, শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি বিকাশ)।

শ্রীকৃষ্ণ। আবার আবার পদাঘাত কর সতি—আবার আবার পদাঘাত কর মালতি! আজ সতীপদরেণু স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণ-বক্ষ পবিত্র হোক্! একদিন পরম পূজ্য ব্রাহ্মণ ভৃগুপদ-স্পর্শে বড় গৌরবে গৌরবান্বিত হয়েছিলাম, সেইজন্য এখনও সেই ব্রাহ্মণ ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ ক'রে আছি, কিন্তু বড় অভাব বোধ করতাম সৃষ্টি-জীবনে এই অঙ্গ সতী-পদরেণুতে কখন ভূষিত করতে পাইনা ব'লে! আজ ভগবানেরও বাঞ্ছা তুমি পূর্ণ করলে সতি! ধন্য সতি, তুমি ধন্য! আর তোমার পদরেণু স্পর্শে আমিও ধন্য! আজ সার্থক আমার কৃষ্ণলীলা, আজ ধন্য আমার কৃষ্ণ-অবতার গ্রহণ! এখন এস সতি! মূর্ত্তিমতী মহাশক্তি! পূণ্যময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবি! আর কেন মর্ত্তধামে, সশরীরে স্বর্গলোকে চল। যে পতি-দেবতার পূজায় বিশ্বপূজনীয় ভগবানকেও তুমি চাও না, সেই পতি-দেবতার চরণে আশ্রয় নেবে চল সতি!

মালতী। নম নম বিশ্বরূপ! দয়াময়! দাসীর সঙ্গে কি এমন ছলনা করতে হয়! স্বামিন্! স্বামিন্! চরণে আশ্রয় দাও।

[মালতীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান।

ঐকতান বাদন।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

[পথ]

বিকর্ম্মার প্রবেশ।

বিকর্ম্মা। কেমন লিখিয়ে নিয়েছি! ছোঁড়া কি লিখতে চায়? আমি বাবা নাছোড়বান্দা, ছাড়্‌ব কেন? আর পণ্ডিত ভেয়ের আমার বুজ্‌রকী কর্‌বার পথ রেখে আসিনি! (উত্তরীয় সন্নিবদ্ধ পত্র দেখিয়া) এই শক্তিশেল! একবার পত্রখানা খুলে পড়তে হ'ল! সাপ ব্যাং লিখে ছেড়ে দিলে, তা পড়ে দেখবারও কি ছাই সময় পেলুম! তবে দ্বারকার রাজা, পণ্ডিতভাই আমার যাকে বন্ধু বলেন, ছোঁড়া লোক ভাল—এ কথা হাজার বার বল্‌তে হবে। বন্ধু কর্‌বার যোগ্য লোক। কোন মান নেই, অভিমান নেই। তবে মার প্যাঁচ আছে। ও সব পড়ুয়া ছেলেগুলোর একটা রোগ। যাক, পত্রখানা একবার পড়ি, নিশ্চয়ই যা তা আর লিখে দিতে ভরসা করবে না। তবে একবার দেখতেই বা দোষ কি! (উত্তরীয় হইতে পত্র উন্মোচন ও পাঠ) এই যে—যা বলেছি, তাই লিখেছে। আমি সুদামা ঠাকুরের বন্ধু নই? বাঃ, একেবারে সাফ কথা! কোনও গলদটী নেই। ভায়া আমার এ পত্রখানা দেখে কি বলে বলুক না? গিয়ে সব ভারিভুরি ভাঙব। এখন পত্রখানা ভাল ক'রে বাঁধা যাক, এই ভায়ার শক্তিশেল। থাক বাবা, হাজার গণ্ডা গাঁটের মধ্যে থাক, আমি বাবা আমার দালান-কোঠা ছাড়তে পারি, কিন্তু তোমাকে ছাড়তে পারি না। (পুনঃ পত্রখানি উত্তরীয়তে বন্ধন) তাই ত মধ্যাহ্ন ত উত্তীর্ণ প্রায়, এইখানেই

আজ ডেরা নেওয়া যাক্, এখনও স্নান-আহার সন্ধ্যাহ্নিক কিছুই হয়নি। হায় রে সুদামা, তোর মনে এই ছিল! আমার সব আশায় তুই জল দিলি।

পুঁটুলি কক্ষে সুদামার প্রবেশ।

সুদামা। শুন্‌লাম, এখান হ'তে শ্রীদ্বারকাধাম আর দ্বিপ্রহরের পথ। আর দুই প্রহর অতীত হ'লেই বন্ধুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে। এ কে, দাদার মত কে একজন শুষ্ক রুক্ষবেশে ঐ বৃক্ষতলে ব'সে নয়! যাই, নিকটে একটু অগ্রসর হ'য়ে দেখি। (গমন)

বিকর্ম্মা। কি হলো, হঠাৎ চোখে ঝাপ্‌সা লাগলো দেখ্‌ছি! আমাদের সুদামার মত কে একজন এদিকে আস্‌ছে না?

সুদামা। তাই ত, দাদাই ত বটে!

বিকর্ম্মা। তাই ত, সুদামাই ত বটে!

সুদামা। দাদা, দাদা, আমার অপরাধ হ'য়েছে, মার্জ্জনা কর। পায়ে ধরছি, মার্জ্জনা কর। (পদধারণ)

বিকর্ম্মা। যা যা—পা ছাড়্, পা ছাড়্, ঢের হ'য়েছে, ঢের হ'য়েছে, আমার কেউ নেই, আমার কেউ নেই!

সুদামা। কেন দাদা, তোমার কেউ থাক্‌বে না, সকলি ত রয়েছে। এমন ক'রে সংসার ভাসিয়ে বৌ-ঠাক্‌রুণকে কাঁদিয়ে আস্‌তে হয় দাদা!

বিকর্ম্মা। হাঁ, এখনও হ'য়েছে কি? আমি কি আজ সহজে ছাড়্‌বো? আমার মাথায় ঘাম পায়ে ফেলে দালান-কোঠা! তার চেয়ে বুকে আমার আরো কত ইমারতের ভিৎ পত্তন যে করা ছিল, তা এক ব্রহ্মণ্যদেবই জানেন! আমার দুঃখ বুঝ্‌বে কে? পা ছাড়্ বল্‌ছি!

সুদামা। কিছুতেই পা ছাড়ব না! তুমি বল, আমাকে মার্জ্জনা করলে?

। বিকর্ম্মা আরে আমাকে কি মুস্‌কিলে ফেল্‌লে রে! তুই কোথা যাচ্চিস্ যা না।

সুদামা। দাদা, নিজ দারিদ্র্য মোচনের জন্য শ্রীকৃষ্ণবন্ধু দর্শনে যাত্রা করেছি। আপনি বাড়ীতে চলুন।

বিকর্ম্মা। তবে আমার পায়ে ধরা তোর দরকার? বিকর্ম্মা কারো তোষামোদ করে না। কর্ম্মই তার ব্রহ্ম, কর্ম্মই তার ইষ্টদেবতা, কর্ম্মই তার অভীষ্ট পুরুষ। কর্ম্ম করতে করতে শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মের পায়ে মাথা রেখেই আমি চু'চোখ বুজোব। আমায় কারো তোষামোদ করতে হবে না। এখন এই পত্রখানা পড়া হোক্, বড় জারিজুরি তোমার! আর দোর দোর ঘুরতে পারছ না, সে পথ বন্ধ করেছি। এখন দেখ, বন্ধু কৃষ্ণ তোমার বন্ধু নয়, সাফ কলমে লেখা, পত্রখানা পড়ে ঠাণ্ডা হও। (পত্র প্রদান।

সুদামা। (পত্র গ্রহণ ও পাঠ) আহা হা কি সুন্দর! বন্ধু কৃষ্ণের আমার কি সুন্দর শ্রীহস্তের হস্তলিপি। শ্রীহস্তের কি সুন্দর শ্রীস্বাক্ষর! তার যেন শব্দের প্রতি বর্ণ এক একটী মুক্তা আর শব্দগুলি মুক্তার মালা—

বিকর্ম্মা। তাহ'লে আর ভাবনা কি, ঐ মুক্তার মালা নিয়ে সব কাজ কর্ম্ম ছেড়ে গলায় প'রে ব'সে থাকিস্। আরে এ মুখুটার সঙ্গে কথা কই কেমন ক'রে বল দেখি? আরে বোকা, পত্রখানা পড়না, কৃষ্ণ যে তোর বন্ধু, সে কি লিখেছে দেখনা।

সুদামা। কেন, পত্রে বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ আমার কি লিখবে দাদা, সত্য যা তাই ত লিখেছে।

বিকর্ম্মা। সত্য যা, তাই লিখেছে? হা ভগবান, পণ্ডিতগুলোর কি চক্ষুর মাথাও খাও প্রভু! কৈ লেখাপড়া শিখেছিস্ যে, পড়্ দেখি?

সুদামা। এইত স্পষ্ট লেখা দাদা, আমি সুদামা ঠাকুরের বন্ধু নই?

বিকর্ম্মা। হা আমার কপাল! শ্রীকৃষ্ণ নিজ হাতে লিখছেন, আমি সুদামা ঠাকুরের বন্ধু নই। হাঁ মহাশয়, এর মানে কি আমি—শ্রীকৃষ্ণ সুদামা ঠাকুরের বন্ধু?

সুদামা। না, আপনি যে উচ্চারণ বিভিন্ন ক'রছেন, বন্ধু আমার "আমি সুদামা ঠাকুরের বন্ধু নই" লিখে কি চিহ্ন দিয়েছেন দেখেছেন কি ?" তাতেই এক শব্দের ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে। এই দেখুন না!

বিকর্ম্মা। হাঁ হাঁ হাঁ, সে সবচিনকে আমার দেখা আছে। তোমার চিন কিনা তুমি চিন গে। আরে মুখ্যু, তুই তার হাতের লেখা কিনা তাই চিন্‌না! আবার চিন্ কি ?

সুদামা। দাদা, চিহ্নতেই যে সকল প্রকাশ পায়, জগতের স্ত্রী-পুরুষ-মনুষ্য-পশু-পক্ষী সকলেরই ত চিহ্নে পরিচয়!

বিকর্ম্মা। তাহ'লে সে প্রতারক এমন চিন্ দিলে কেন ? না, কথনই নয়, তুই ভুল কর্‌ছিস! সে রাজা, কথনও আমার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে না।

সুদামা। না দাদা, আমার ভুল নয়। আচ্ছা, তুমি বল দেখি, বাঞ্ছা-কল্পতরু বন্ধুকে আমার, তুমি ঐ কথা লিখতে বলেছিলে কি না ?

বিকর্ম্মা। তা বলেছিলাম বৈ কি।

সুদামা। তাই সে সেই অনুরোধে তোমার আদেশ কৌশলে পালন করেছে।

বিকর্ম্মা। কি, কৌশলে আমার আজ্ঞা সে পালন করেছে ? কথনও নয়, এই আমি বস্‌লাম, তুই তোর বন্ধুকে এই পত্র নিয়ে দেখিয়ে হয় নয় জিজ্ঞাসা ক'রে আয়! তার ত তোর নামও মনে ছিল না। আমি অনেক পরিচয় দিতে তবে তার মনে পড়ল! কি, আমার অনুরোধে লিখেছে ? কেন আমি তাকে অনুরোধ করব, বিকর্ম্মা কারো তোষামোদ করে না।

সুদামা। কিন্তু এ অতি ধ্রুব সত্য যে, বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রকৃতই বন্ধু। সে প্রাণের ভাষায় তার প্রাণের কথা ব্যক্ত করেছে!

বিকর্ম্মা। দেখ্, সুদামা, তুই আর গর্ব্ব করিস না! আমি কখন মিথ্যাবাদী নই, তুই এখনি যা, গিয়ে বরং স্বয়ং নন্দ জিজ্ঞাসা ক'রে আয় —এ তার স্বাক্ষর কিনা?

সুদামা। কেন দাদা, আমি ত বন্ধুর স্বাক্ষর অস্বীকার করছি না। তুমিও চল, সে আমার পরম বন্ধু কিনা, চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন ক'রে আস্‌বে।

বিকর্ম্মা। কি, আমি আবার সে জালিয়াতের কাছে যাব? জীবন থাক্‌তে নয়। তুই যা, তুই গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে আয়, এসে তুই যা বলবি, তাই আমি তোর সেই কথা মেনে নোব। আমি তোকে সে অবিশ্বাস করি না। আমি এইখানে তোর অপেক্ষা ক'রে থাক্‌ব, তুই যতক্ষণ না ফিরিস্। এত বড় শয়তান কৃষ্ণ, এত বড় জালিয়াৎ কৃষ্ণ, লেখা চিঠিতে চিন্ ক'রে দিয়ে আমাকে ঠিক বোকা বামুন বানিয়েছে। আমি আবার তার মুখ দেখ্‌ব? হোক্ সে আমার ভেয়ের বন্ধু! দেখ সুদামা, আমি ঐ গাছটার তলায় রৈলুম, যত শীঘ্র পারিস্, বন্ধুর সঙ্গে তুই দেখা ক'রে ফির্‌বি। উঃ দুনিয়াটাকে বিশ্বাস করবার যো নেই। সে চিঠিতে যখন চিন্ কর্‌তে পেরেছে, তখন তাকে চিনে কার সাধ্য!

[প্রস্থান।

সুদামা। একগুঁয়ে দাদাকে আর কিছু বলা হবে না। এখন আমি যাই, দাদা নিশ্চয়ই আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। ভাই বন্ধু কৃষ্ণ, আমার দাদার প্রতি বিরক্ত হ'স না ভাই! তোকে যখন যোগী-ঋষি-মুনি সাধনা ক'রে চিন্‌তে পারে না, তখন দাদা তোর স্বরূপ কেমন ক'রে বুঝবে ভাই!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

শ্রীকৃষ্ণের শয়ন-কক্ষ।

[দ্বারকার অন্তঃপুর]

শূন্য শয্যা, রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি মহিষীগণ ও সহচরীগণ আসীনা।

সহচরীগণ। গীত

আসিতে ক'রো মানা, মুখে শ্যামের নাম নিয়ো না।
হাটের নাগর থাকুক হাটে (যেন) এ ঘাটে সই মুখ ধোয় না॥
কে না তার জানে চরিত, বরজে আছে বিদিত,
পীরিত করি গোপীর সহিত, শেষে সই আর ধরা দিল না॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ গীত

রোষ কি ধনি, দোষ কি আমায়, সে যে কাঁদায়ে আমায় ক'রলে বিদায়।
জেনে সই পীরিতের দায় (তার) সরল প্রাণে ধরেছি পায়॥
আমি আপনা বেচিয়া যতন করিয়া তুষিছি তাহার মন,
আমি যমুনার তটে, গোঠে মাঠে বাটে, তার করেছি সাধন,
আমি নয়নের জলে, রাধা রাধা ব'লে, ভুলেছি মা যশোদায়।
তবু নিঠুরা নাগরী, দিলনাক বারি, তার প্রেমে ঘাট পইঠায়॥

বল কি রুক্মিণি, বল কি সত্যভামা, আমি তার শীতল ছায়া নিতে কত ছোটাছুটি করেছি, তবু সে একটু ছায়া দিলে না। সাধে কি গোকুল ছেড়েছি! আমি কাঙালের মত গোকুলের প্রতি ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়িয়েছি। সব স্থানে মান, সব স্থানে অভিমান। সে তরঙ্গে কে স্থির থাকতে পারে প্রাণেশ্বরি! নৈলে ব্রজ আমার সর্ব্বস্ব ছিল, ব্রজের তরুলতা-মাটিটী পর্য্যন্ত আমার আনন্দ-প্রীতি-তৃপ্তির মনোরম ক্ষেত্র ছিল, সে ব্রজ কি ত্যাগের? কি করব, অনেক সেধে—অনেক কেঁদে শেষে ছাড়তে হ'য়েছে।

সত্যভামা। শুনে রাখ দিদি, আমাদের প্রাণকান্তর কথা শুনে রাখ, ও'র একটু অসুবিধা হ'তেই যখন উনি তেমন সাধের ব্রজধাম ত্যাগ করতে পেরেছেন, তখন দ্বারকা ত কোন্ ছার! ছার রুক্মিণী-সত্যভামা, কোন্ ছার ষোড়শ সহস্র রূপসৌন্দর্যাবতী কিশোরী যুবতী সুশীলা সতী মহিষী!

রুক্মিণী। সত্যভামা, আমাদের তাতে ভয় কি বোন্, আমরা ত আর সোনার স্বর্গ চাই না! আমরা প্রেমময়ের ক্ষুদ্র প্রেমকণার ভিখারিণী। আবার সে কণিকাও একা ভোগ করবার পিপাসিতা নই, তখন যদি প্রেমময় তাতেও বঞ্চিত করেন, তাহ'লে অদূরে অনন্ত সমুদ্র ফেনিল তরঙ্গ নিয়ে খেলা করছে, সেখানে গিয়েও ত বন্দুর্ঘূর্ণিত জীবন নিয়ে তাতে মিশতে পারবো।

শ্রীকৃষ্ণ। রুক্মিণি! আমার লীলারসানন্দদায়িনী মহারাণি! তুমি কেন প্রিয়তমা সত্যভামাকে জিজ্ঞাসা করনা, ব্রজ আর দ্বারকা কি আমার এক? ব্রজ আমার কিশোর-চপলতার আশাময়ী রঙ্গভূমি, আর দ্বারকা আমার প্রৌঢ়-গম্ভীরতার শেষ সমাধিময়ী মুক্তিভূমি। এইখানেই আমাদের মানব-জীবনের কর্ম্মলীলার শেষ শান্তিধাম। নিকট আর দূর কত পার্থক্য দেবি!

সত্যভামা। দূর কর, দূর নিকটের কথা বনমালি! রসময়! তোমার যে বাঁশীর গান নিত্য, চির মধুর।

যে বাঁশী বাজাও হরি প্রভাতে—সন্ধ্যায়,
কোন্ কালে কোন্ জন আন্ গান চায়?
যে গান ঢালিয়াছিলে রাধিকার কাণে,
সে গান কি ঢাল নাই আমাদের প্রাণে?
যমুনার তটে বসি বাজাতে যে বাঁশী,
সে বাঁশী কি ত্যজিয়াছ দ্বারকাতে আসি?

মনে মনে সব রাখি মদনমোহন,
আপন স্বজন কেন কর্‌হ গোপন ?
কৈশোরের চপলতা যদি ব্রজধাম,
তবে কেন ত্যজ নাই সেই কৃষ্ণ নাম ?
যে নামে যেখানে থাকি মজাইলে নারী,
রাখিতে উচিত নয় মাধব মুরারি !

শ্রীকৃষ্ণ। চুপ কর সত্যভামা, তোমার সঙ্গে কথায় আমি পেরে উঠব না।

সত্যভামা। তাহ'লে তুমিও চুপ কর কমললোচন! যে কাজ করেছ, আর প্রকাশ করো না। যাক্, এখন বল বংশীধারি! আজ কেন আমাদের আর্য্যা রুক্মিণীদেবীর মন্দিরে নিমন্ত্রণ, তাই বল ?

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যভামা, আজ তোমাদের নিমন্ত্রণ কেন, শুনবে ?

সত্যভামা। বাধা না থাকলে শুন্‌তে কি কৌতূহল হয় না শ্রীধর! কোন্ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ, একথা প্রত্যেক নিমন্ত্রণ-কর্ত্তাই ব'লে থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ। আমিও বলছি শোন, আমার বাল্যবন্ধুর আগমন উপলক্ষে—

রুক্মিণী। ওলো সত্যভামা, তাহ'লে আজ একটা বিরাট উৎসব হবে বোন্! এখন কে কোন্ কার্য্যের ভার নিবি, তাই বল্ ?

শ্রীকৃষ্ণ। সে ভারটা কার প্রতি কি দিলে ভাল হয়, আমি তা ব্যবস্থা কর্‌লে ভাল হয় না রুক্মিণি!

সত্যভামা। না, সেটা দিদিই করবে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যবন্ধু যখন—জান্‌লে দিদি, তখন সে বন্ধু পরম ভক্ত, তা না হ'লে ষোল হাজার প্রিয়াকে এক সঙ্গে আমন্ত্রণ কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ সত্যভামা, সে আমার সত্যই পরম ভক্ত। যখন বাল্যে গুরুদেব সান্দীপনি মুনিগৃহে অধ্যয়ন কর্‌তাম, তখন সেই সরলপ্রাণ জিতেন্দ্রিয় শুদ্ধচিত্ত সদানন্দ পুরুষ দ্বিজ সুদামা তার প্রাণের সর্ব্বস্ব আমায়

দিয়ে আমাকে ভালবাস্‌ত। আমি কিসে আনন্দে ও সুখে থাক্‌বো, তন্ময়প্রাণে সেই চিন্তা কর্‌ত। আমার আনন্দে তার আনন্দ, আমার সুখে তার সুখ, আমার নিরানন্দে তার নিরানন্দ, আমার অসুখে তার অসুখ, তা সে নিত্য অনুভব করতো। সেই হ'তেই বন্ধুত্ব। তারপর যখন গুরুগৃহ হ'তে পরস্পর বিদায় গ্রহণ করলাম, তখন হ'তে সেই সরল-প্রাণ ব্রাহ্মণ আমাতেই সকল নির্ভর করে এবং আমি তার বন্ধু এই গৌরবে নিজে নিজে গৌরবান্বিত হয়ে এ পর্য্যন্ত সে নিজ উদরান্ন সংস্থানের জন্য কারো দ্বারস্থ না হয়ে উপাসনা করেনি। এমন কি সে আমার প্রতি প্রীতি রেখে নিজ সহোদরকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছে। ভিক্ষান্নে নিজে এবং নিজপত্নী আদি পরিজনকে সে প্রতিপালন করছে। নিজ অবস্থার অসচ্ছলতায়ও কৃষ্ণ তার বন্ধু—এ গৌরব সে মনে মনে অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

সত্যভামা। নারায়ণ! সেই নিষ্ঠাবান কৃষ্ণপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ কখন আস্‌বেন এবং আমাদের প্রতি তাঁর সেবার জন্য কাকে কোন্ কার্য্যের ভার প্রদান কর্‌বেন, তা আদেশ করুন। আমরাও আজ বন্ধু শ্রীকৃষ্ণভক্তের চরণ দর্শন করে ধন্য হবো।

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যভামা—সাধ্বি! ব্রাহ্মণ—স্বাগত! দেবী রুক্মিণি, তুমি ব্রাহ্মণ-বন্ধুর চামরব্যজন কার্য্যের ভার গ্রহণ কর। আর সত্যভামা, তুমি পদ-সেবার ভার লও, আর তোমরা তাঁর অভিপ্রায়ানুযায়ী প্রিয় কার্য্যে নিযুক্ত থাক্‌বে, আর আমি স্বয়ং পরম ভক্ত ব্রাহ্মণের পাদ প্রক্ষালনের ভার গ্রহণ করলাম।

রুক্মিণী। তা হলে জগন্নাথ, যতক্ষণ ব্রাহ্মণ এখানে আগমন না করেন, ততক্ষণ আমরা প্রভুর সেবায় বঞ্চিত থাকি কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। (পর্য্যঙ্কে উপবেশন পূর্ব্বক) এস রুক্মিণি, এস দেবি, তোমার বাঞ্ছাপূরণ আমার চির ইপ্সিত ও প্রার্থনীয়।

সহচরী ও অন্যান্য মহিষীগণ। **গীত**

বয় চির শীতল মলয় বায়।
চির সুন্দর চির কিশোর নাগর-রায়॥
খেলে গলে চির সুন্দর বনমালা,
ঠিকরে চন্দ্র-কিরণ ভুবন-আলা,
পিয়ার পিয়াসী যতেক কুল-বালা,
মাথায় বরণ ডালা লয়ে ধায়।
করিতে আরতি মরি প্রেমের পূজায়॥

সুদামার প্রবেশ।

সুদামা। বাজে—বাজে—কোথায় কি বাজে! মধুর মুরলীধ্বনি না নূপুর-শিঞ্জন! কোন্ স্বর্ণমন্দিরে না কোন্ নবপল্লবিত তরুশাখায় বসন্তের পিককুল সান্ধ্যগীতের অলসতাভরা রাগে-অনুরাগে আলাপ করছে! কি সুধাকণ্ঠ! কি সুন্দর! কি সুন্দরীপুরী—সৌন্দর্য্যধ্যানরতা অট্টালিকা, নম্রতা-সরলতা-উদারতা রত্নে চির পূর্ণ! মরি! মরি! বন্ধু কৃষ্ণ আমার কি সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেছে। কত স্বর্ণপ্রবাল—নীললোহিতহরিদ্রাভ-মরকতমণিমুক্তা—ইন্দ্রনীলমণি-খচিত স্তম্ভ কত সৌন্দর্য্যের ডালা মাথায় করে সারি সারি দাঁড়িয়ে। মরি! মরি! কি সুন্দর, কি সুন্দর! এখন বন্ধু আমার কোথায় এই অসংখ্য হর্ম্ম্যের কোন্ হর্ম্ম্যে বিরাজ করছে, কেমন করে সন্ধান করি? এই গৃহেই মধুর ধ্বনি উত্থিত হচ্ছিল। দেখি না এই গৃহে প্রবেশ ক'রে। (গমন) এই যে আমার বন্ধু। এই যে আমার সেই নয়নাভিরাম নবঘনশ্যাম শ্যামসুন্দর। ভাই কৃষ্ণ রে! কেমন আছ ভাই, কেমন আছ ভাই?

শ্রীকৃষ্ণ। কে ভাই, ভাই সুদামা? এস এস ভাই, এস এস আমার বাল্যবন্ধু, চিরসুহৃদ্ এস। কেমন আছ ভাই, কেমন আছ দাদা? সুদামা

দাদা, এতদিনের পরে মনে পড়েছে ভাই ! সেই বাল্যে গুরুগৃহে—সে কত দিনের কথা—আমি নয় রাজকার্য্যে ব্যস্ত আছি, তোমার ত মনে করতে হয় দাদা ! এস দাদা, একবার আলিঙ্গন করি। এস, অনেক দিন তোমার স্নেহ-ভালবাসা পাইনি। (আলিঙ্গন ও শ্রীকৃষ্ণরমণীগণের প্রণাম)

সুদামা। ভাই—ভাই কৃষ্ণ, চিদানন্দধাম বৈকুণ্ঠ আর কোথা রে ? দয়াময়—করুণাময় আমার তুই, এত দয়া কার—এত করুণা কার রে—যে আনন্দ দিলি আজ ভাই কৃষ্ণ, এ আনন্দ আর কোথা পাব ভাই !

শ্রীকৃষ্ণ। এস দাদা, আজ আমারও যে কি আনন্দ, তা আর আমি একমুখে কি বলব ! সেই গুরুগৃহে যে আনন্দে দু'জনে কালাতিপাত করেছি, সে দিন কি আর আমাদের জীবনে কোনও দিন উপভোগ করেছি ? সখা, সখা, মনে পড়ে কি, সেই আমরা যখন গুরুগৃহে বাস করতাম, একদিন গুরুপত্নী আমাদের কাষ্ঠ আহরণের জন্য পাঠিয়েছিলেন, তারপর যে ঘটনা হয়েছিল, তা স্মরণ হয় কি ? আমরা মহারণ্যে প্রবেশ করলে অকস্মাৎ অকালে দুঃসহ ঝড়—বৃষ্টি—গুরু গুরু মেঘগর্জ্জন হ'তে লাগল। সূর্য্যদেব অস্তে গেলেন, দিক্‌সকল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। বনভূমি জলপ্লাবিত হয়েছিল, আমরা ঝঞ্ঝার প্রবল বায়ু ও বৃষ্টিপতিত জলধারায় বারম্বার নিতান্ত-শয় আহত হ'তে লাগলাম, কোনমতে উভয়ে দিঙ্‌নিরূপণ না করতে পেরে পরস্পর হস্তধারণ করে সমস্ত রাত্রি কাষ্ঠভার বহন করছি, এমন সময় সূর্য্যোদয় হ'লে গুরুদেব সান্দীপনি আমাদের অন্বেষণে এলে আমরা যেমন আনন্দ লাভ করেছিলাম, তেমন আনন্দ আর কোনও দিন পেয়েছি কি ? আর' কত কথা—আর একদিন তোমার ভুক্তাবশিষ্ট বদরীর কথা—সখা, মনে পড়ে ত ? কত আনন্দ—কত আনন্দ পেয়েছি। যাক্—এখন এই পালঙ্কে ব'সে বিশ্রামলাভ কর ভাই ! রুক্মিণি, সত্যভামা, প্রাণপ্রিয়তমে ! সখার আমার শুশ্রূষা কর। দাও দাও সুশীতল সুবাসিত বারিপূর্ণ স্বর্ণভৃঙ্গার

দাও, আজ দাদার পাদ-প্রক্ষালন ক'রে আমার বহুদিনের আশা পূর্ণ করি।

(স্বর্ণভৃঙ্গার গ্রহণপূর্ব্বক সুদামার পদ-প্রক্ষালন)

সুদামা। ভাই কৃষ্ণ, ভাই কৃষ্ণ, তুই আমার তেমনটী আছিস ভাই! সেই আর্য্য গুরুগৃহে যেমন তোর আমার প্রতি ভক্তি, সেই ভক্তি তুই এখনও তেমনি ক'রে আমার জন্মে অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করে আসছিস্! কৃষ্ণ, তুই ব্যস্ত হ'স না। আমার সম্মুখে দাঁড়া, আমি চক্ষুভরে একবার তোকে দেখি। আমরি মরি! তুই আমার তেমনটী আছিস। যাক্—এঁরা সব কে ভাই কৃষ্ণ? একি—একি! আপনারা যে আমাকে ব্যজন করছেন? ব্যজনের প্রয়োজন কি? ভাই কৃষ্ণের সাক্ষাতেই আমার সব পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ। সে কি, আজ কতদিনের পর দু'জনের সাক্ষাৎ! কত পরিশ্রম ক'রে তুমি এসেছ, তোমার সেবা করব না, তবে সেবা করব কার? এঁরা কে জান না ভাই? তা জান্বে কেমন ক'রে? এঁরা সব আমার বিবাহিতা পত্নী। এঁর নাম রুক্মিণী, এঁর নাম সত্যভামা—আর এই সকল নানা নামধারিণী রমণী, এঁরা সকলেই আমার অতি প্রিয়তমা পত্নী।

সুদামা। তা বেশ বেশ, সকলেই লক্ষ্মীরূপিণী। তুই আমার যেমন কৃষ্ণ, তোর পত্নীগুলিও তেমনি হয়েছে। সবি তোর সুন্দর! কৃষ্ণ রে, যার মন সুন্দর—তার এমনি সকলই সুন্দর হয়।

সত্যভামা। সখা, আপনি ত বিবাহিত?

সুদামা। হাঁ, হাঁ, আমিও বিবাহিত। গুরুগৃহে পাঠ সমাপনান্তে গার্হস্থ্যাশ্রমে বিবাহ ক'রে আশ্রমী হয়েছি। তিনিও অতি সুন্দরী, তিনিও অতি গুণবতী-স্বামীপরায়ণা—আপনাদের ন্যায় বুদ্ধিমতী।

রুক্মিণী। সখে! বলুন, বলুন, আপনার সুন্দরী গুণবতী পত্নীর নাম কি? শুন্তে বড় ইচ্ছা হ'চ্চে।

সুদামা। দেবীর নাম সুনীতা।

শ্রীকৃষ্ণ। বড় মিষ্ট নাম, নামেই তাঁর গুণের—তাঁর স্বভাবের মধুর পরিচয় পাওয়া যাচ্চে। তা ভাই, দেবী সুনীতা আমাদের জন্ত কি খাদ্য প্রেরণ করেছেন? অবশ্য তুমি যখন বন্ধুগৃহে আগমন করেছ, তখন সেই গুণবতী কোন না কোন কিছু উপহার না দিয়ে তোমায় এখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন না। কি এনেছ ভাই, দাও, দাও, শীঘ্র দাও।

সুদামা। তাই ত, তাই ত ভাই, কি আর আন্‌ব? আমার আর কি আছে ভাই! আমি ত আর ধনবান্ নই, দরিদ্র বন্ধু তোর, কোথায় কি পাব?

শ্রীকৃষ্ণ। না, না ভাই, তা কি কখন সম্ভব? যখন আমরা গুরুগৃহে ছিলাম, তখন তুমি যখন যেখানে গেছ, তখনই আমার জন্য কিছু না কিছু দ্রব্য এনে উপহার দিয়েছ। তখন পাঠ্যাবস্থা। আর তুমি এখন গৃহী, বিশেষতঃ গুণবতী পত্নী তোমার সহচারিণী, তখন কিছু না এনে কখনও তুমি বন্ধুদর্শনের জন্য আস নাই। দাও না দাদা, লজ্জা কি—আমার দরিদ্র বন্ধু তুমি, তোমার দত্ত ক্ষুদ্র তণ্ডুলকণাও আমার স্বর্গসুধা হ'তে মূল্যবান, সুস্বাদু ও উপাদেয়। (সুদামার কক্ষ হইতে পুঁটুলি গ্রহণ) এই যে, তবে ভাই, তুমি যে বল্‌ছিলে, কিছুই আন নাই দাদা, আমার সঙ্গে চাতুরী! আগে ত তোমার তা ছিল না; এখন বুঝি সৈমাহনী তোমায় শিখিয়েছে? এস রুক্মিণি, এস সত্যভামা, এস কৃষ্ণহৃদয়ের অর্দ্ধভাগিনী সব, আজ বন্ধু আনীত উপহার আস্বাদন ক'রে জীবনের পবিত্রতা গ্রহণ করি। (পুঁটুলি উন্মোচন) মরি মরি, এ যে সুন্দর চিকণ চিপিটক—অতি সুন্দর! অতি সুন্দর! না জানি এর কত মধুর স্বাদ! (একমুষ্টি গ্রহণ ও ভক্ষণ) আহা অমৃত, অমৃত, অতি তৃপ্তি—অতি তৃপ্তি—প্রিয়সখা ভাই সুদামা, এমন অমৃতময় চিপিটক কখনও জীবনে ভক্ষণ করি নাই। কে সে রমণী ভুবন-অতুলনা, যে এমন

অমৃতময় প্রাণ দিয়ে এমন অমৃতময় চিপিটক আমার জন্য প্রস্তুত ক'রে দিয়েছে? আর কে সে অমৃতময় মহাপুরুষ, যে এমন অমৃতময় প্রাণ নিয়ে অমৃতময় ক'রে তার এই চিপিটক বহন ক'রে এনেছে? এ কার ভক্তি, এ কার শ্রদ্ধা, এ কার স্নেহ—এমন অমৃতময়? এ কোন্ অমৃতে গড়া কোন্ অমৃতের উপাদান এই চিপিটক! এ অমৃত ভক্ষণের কি আকাঙ্ক্ষা মিটে সুদামা ভাই! আবার—আবার খাই—(পুনঃ গ্রহণোদ্যত)

রুক্মিণী। (শ্রীকৃষ্ণের হস্তধারণ পূর্ব্বক) আর না, আর না ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারি! আর এই প্রীতির মুষ্টি চিপিটক দ্বিতীয়বার ভক্ষণ ক'রে দাসী রুক্মিণীকে এই বিপ্রের অধীনা ক'রো না। কারণ নারায়ণ, তোমার একটু তৃপ্তিতেই জীবগণ ইচ্ছানুরূপ সমৃদ্ধিলাভ ক'রে থাকে, পুনঃতৃপ্তিতে কি তাকে দান করবে হরি? তখন যে অর্দ্ধঅঙ্গ দানে দাসী রুক্মিণীকে দান করতে হবে অচ্যুত! এখন দাও জগন্নাথ, তুমি ত বন্ধুদত্ত উপহারে তৃপ্তি-লাভ করেছ, এখন দাসীদেরও তৃপ্তি লাভ করতে দাও। (চিপিটক গ্রহণ) নে ভাই সত্যভামা, নাও ভগিনীগণ, আজ প্রাণবন্ধুর প্রিয় উপহার। (সকলকে প্রদান ও সকলের ভক্ষণ) মরি মরি কি মধুর স্বাদ!

সকলে। মরি—মরি—কি সুন্দর! কি সুন্দর!

সত্যভামা। সখে! আমাদের প্রাণবন্ধুর সদ্‌বন্ধুর গুণে আমরাও আজ বড় আনন্দলাভ করলুম।

সুদামা। দেবি, আর আমাকে লজ্জিত করছেন কেন? এ তুচ্ছ উপহার কি আমার বন্ধুর যোগ্য উপহার?

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! তুমি ত চিরদিনই জান, যে আমায় ভক্তিপূর্ব্বক পত্র-পুষ্প কি জল—যা কিছু অর্পণ করে, তা অতি অল্প হ'লেও আমি তুষ্ট হ'য়ে অধিক ব'লে গ্রহণ করে থাকি। আর যদি কেউ ভক্তিবর্জ্জিতভাবে আমাকে ভূরি দ্রব্য প্রদান করে, তাতে আমি কখন তুষ্টিলাভ করি না। যাক্, সে

কৃষ্ণ—এখন চল সখা, আমার অন্যান্য ঐশ্বর্য্য দেখবে চল—যা দেখে তোমার প্রভূত আনন্দ আমায় বিমল আনন্দ দান করবে।

সুদামা। আনন্দময় তুমি যে নিজে ভাই! চল আনন্দেশ্বর, কিসে আনন্দ লাভ করবে—তাই করিগে চল। [শ্রীকৃষ্ণসহ প্রস্থান।

সকলে। **গীত**

নীল জলদ চলি যায়।
কিবা সুললিত কাঁতি চপল চপলাভাতি তায়॥
রসে ঢর ঢর বরণ চিকণ কালা,
হেসে খেলে দুলে বিনোদ মুকুতামালা,
তায় বকুল ফুল, অবলা অবলাকুল সখিরে মজিয়ে মজায়।
তেরছ চাহনি তাহে অকূলে ভাসায়॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

[সুদামার কুটিরস্থ প্রাঙ্গণ]

সুনীতা ও যমুনার প্রবেশ।

যমুনা। ছোট বৌ, আজ সপ্তাহ গত হ'তে গেল, এখনও ত ঠাকুর-পো ফির্‌ল না! এদিকে কর্ত্তারও কোন সংবাদ পেলুম না। মালতীও নিরুদ্দেশ। গোবিন্দ সর্ব্বদাই আনমনা হ'য়ে বসে থাকে। ক্রমে এ বাড়ী যেন আমার দুশ্চিন্তার অন্ধকারের সঙ্গে সব অন্ধকারময় হ'য়ে যাচ্ছে।

সুনীতা। কেন দিদি, এত ভাবছ, সকলই মধুসূদনের ইচ্ছা। সুখ দুঃখ দুটোই তাঁর তৈরী করা জিনিষ। সেই সুখ দুঃখ নিয়েই সংসার। কোন স্থানেই একটা নিয়ে তাঁর লীলা নয়, অমাবস্যা-পূর্ণিমা, রাত্রি-দিন, অন্ধকার-আলো, ভাঁটা-জোয়ার, কত তার প্রত্যক্ষ সান্ত্বনার স্বরূপ মূর্ত্তি আমাদের চোখের সামনে তিনি ধরে রেখেছেন, তখন দিদি, তুমি অত

ভাবছ কেন ? এখন দুরবস্থার দিন আমাদের কাঁদাচ্ছে, আবার সুখের দিনে হাসাবে। আমরা ত তাঁর চিড়িয়াখানার সং।

যমুনা। ছোট বৌ, তোর খুব ধৈর্য্য। আমি একটুতেই অধীর হ'য়ে পড়ি।

সুনীতা। কি করব দিদি, বিধির কলমের ওপর ত আর কোনও কথা নেই। আমার ত ইচ্ছা অনেক। শুন্‌লে লোকে হাস্‌বে ব'লে আমি আমার মনের কথা এক অন্তর্য্যামী নারায়ণকে বৈ আর কারেও জান্‌তে দিইনি। এ সংসার ত আমরা পাতাইনি। আমরা ত মানুষ, ইচ্ছা ক'রে মানুষ হইনি। এ মানুষ যাঁর সৃষ্টি, এ মানুষের খেলাও তাঁর সৃষ্টি। তখন তাঁর খেলার জিনিষ নিয়ে আমরা আজ ভাবতে যাবো কেন ? দেখি না খেলার ঠাকুর, আর কতদিন নিয়ে খেলান, অধৈর্য্য হ'য়ে দরকার কি দিদি!

যমুনা। তা বটে, কেউ বললে বেশ বুঝতে পারি বোন্, কিন্তু বুঝে ত আর কাজ করতে পারি না। সে মনের বল কোথা ?

দ্রুতপদে একটী প্রস্তর হস্তে গোবিন্দের প্রবেশ।

গোবিন্দ। ও ছোট বৌ-ঠাক্‌রুণ, ও বড় দিদি-ঠাক্‌রুণ, কেমন একটা মজার পাথর কুড়িয়ে পেয়েছি, দেখ। একে কুড়িয়ে পেয়ে হাতে নিয়ে যেই ভেবেছি, আজ ত ঘরে চাল নেই! অম্‌নি দেখি, হাওয়ার ভরে দশ পনের বস্তা চাল এসে হুড়ুম হুড়ুম ক'রে আমাদের রান্নাঘরের দাওয়ায় পড়ে গেল। তখন আমি ত একেবারে অবাক মেরে গেলুম! তারপর ভাবছি, এত চাল এল, তরি-তরকারী কৈ ? তখন দেখি আমাদের উঠোনটা তরি-তরকারিতে ভরে গেল। তারপর যেটা ভাবছি, তাই হচ্চে। আমি একেবারে ভেবে আড়ষ্ট! বড় মজার পাথর! বড় মজার পাথর! দেখনা দিদিঠাক্‌রুণ, পাথরটা কেমন, তোমরা একবার পরক ক'রে দেখ না। তোমরা যা ভাববে—তাই হবে, তর সৈতে দেবে না। দেখবে, দেখবে,

বড়দাদার একতালার ওপর আর একতালা সুদামা দাদার ঘর হ'লে বড় দাদার রাগ কমে যায়, আমাদের সংসারটা সোণার সংসার হ'য়ে পড়ে—ঐ দেখ,—ঐ দেখ, ঐ সব দালান-কোঠা হচ্চে।

যমুনা ও সুনীতা। আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য, এ যে—দেখতে দেখতে দালান-কোঠা হ'য়ে গেল!

যমুনা। গোবিন্দ, ভাই, এ পাথর তুই কোথায় কুড়িয়ে পেলি?

গোবিন্দ। ঘাস-বনে। আমি গাইয়ের জন্যে ঘাস কাটতে গেছলুম, ঘাস কাটছি, অমনি আমার হাতে লাগল।

সুনীতা। এ অতি আশ্চর্য্য যে দিদি! দেখি গোবিন্দ,পাথরটা কেমন?

গোবিন্দ। এই দেখ না, পাথরটা মিশমিশে কাল, খুব ঠাণ্ডা। তুমি একটা কিছু মনে কর না দিদি! একেবারে তাজ্জব হবে।

সুনীতা। এ বাঞ্ছাপূর্ণকারী পাথর। আমার ত অনেক বাঞ্ছা আছে—গোবিন্দ! মনে ক'রে দেখব?

গোবিন্দ। দেখনা গো, আমি কি আর না পরক ক'রে তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি? এই দেখ দিদি, শূন্যে থেকে উৎকৃষ্ট বসন আর উৎকৃষ্ট ভূষণ-অলঙ্কার এসে পড়ল। তুমি কি তাই ইচ্ছে ক'রেছিলে বৌ-ঠাকরুণ! (সহসা উৎকৃষ্ট বসন-ভূষণ পতিত)

যমুনা। এ যে অবাক ক'রে দিলি গোবিন্দ। হাঁ ছোট বৌ, তুই তাই কি মনে করেছিলি?

সুনীতা। হাঁ দিদি, হাঁ। ঐ আমার চিরদিনের বাঞ্ছা। গোবিন্দ যেই এই কথা ব'লে পাথরটা আমার হাতে দিলে, আমি অমনি সেই বসন-ভূষণের কথা ভেবেছিলুম।

যমুনা। দেখি ছোট বৌ। (প্রস্তর গ্রহণ) চল্ দেখি—বাড়ীর ভিতর যাই। সেখানে গিয়ে কতগুলো পরীক্ষা ক'রে দেখি।

গোবিন্দ। চলনা, তুমি যা ভাববে, তাই হবে—এমনি পাথরের গুণ।

সুনীতা। গোবিন্দ! সত্য বল ভাই, একি সত্য সত্য পাথরের গুণ, না ভাই রে—তোর কোনও গুণ আছে? যাদুকর! তোকে যে এখনও চিন্‌তে পারলুম না, গোবিন্দ!

গোবিন্দ। তাহ'লে আমি চলে যাব। তোমরা ত হাতে নিয়ে পরক করছ। তাহ'লে আমাকে এ কথা বলছ কেন? চলনা বাড়ীর মধ্যে, সেখানে গিয়ে আবার পরক করবে।

যমুনা। চল্, চল্ গোবিন্দ, সেখানে আজ সকলেরই পরীক্ষা হবে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

[দ্বারকা—পথ]

শ্রীকৃষ্ণ ও সুদামার প্রবেশ।

সুদামা। দাও সখা এবার বিদায়,
দয়াময়! আর কতদূর যাবে মোর সাথে?

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! তব সঙ্গ—অমৃত সমান,
কিছুতেই প্রাণ না চায় বিদায় দিতে তোমা।

সুদামা। জানি কৃষ্ণ—প্রাণবন্ধু ভাই রে আমার,
জানি প্রাণ তোর চির প্রেমের ভিখারী—
চিরদিন প্রেমময় তুই বংশীধারী প্রেমের কাঙাল,
সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিস্ প্রেমের লাগিয়া—
প্রেমিকের প্রেম বিনিময়ে। এস প্রেমাধীন!
রাখিও চরণে, এই দীন সুদামা ব্রাহ্মণে।
হে ব্রহ্মণ্যদেব! ভ্রান্তি মোর দিও' হে টুটায়ে।

শ্রীকৃষ্ণ। এস ভক্ত—(আলিঙ্গন) এ তোমার দান—
হাসিটী ফুটায় প্রাণে মোর,
গান গেয়ে দিবানিশি নাচায় পুলকে,
ঢেলে দেয়—শিশির-বিধৌত স্নিগ্ধ জ্যোছনার ধারা—
মসীঢালা তামস হিয়ায়। আনন্দ তুমি—সর্ব্বস্ব মম—
শূন্যের পূর্ণ মঙ্গল মন্ত্র-আরাধ্য দেবতা।
নম নম হে ব্রাহ্মণ, হে সখা, হে সুহৃদ্ আমার! (প্রণাম)
আসি ভাই। রেখ' মনে। [প্রস্থান।

সুদামা। চলে গেল পূর্ণশশী আঁধারি আকাশ—
কিন্তু কৈ—বলা ত হ'ল না, বলি বলি করি সুনীতার কথা।
ভুলিলাম সব—দূর ছাই আর কি বলিব—
কেন ক্ষুদ্র হ'তে যাব বন্ধুর সমীপে।
অন্তর্য্যামী বন্ধু মম—জানি অন্তরের বিবরণ—
কেন না দানিল মোরে ধন—অবশ্যই আছয়ে কারণ তার।
বুঝি হিতকারী বন্ধু মম জানি ঐশ্বর্য্যে বিকার ঘটে, ঘটায় পতন,
তম-গর্ব্ব করে আনয়ন, সে ঐশ্বর্য্য বন্ধুরে দানিলে—
হ'তে হবে বন্ধুদ্রোহী; তাই বন্ধু সে ঐশ্বর্য্য নাহি দানিল আমায়।
নয় হেন ভাগ্য কার, বন্ধুভাবে ভাবে স্বয়ং ব্রহ্ম-নির্ব্বিকার!
যেই বক্ষ কমলা-আসন,
সেই বক্ষে দিল আলিঙ্গন, এই দীন হীন ক্ষুদ্র সুদামা ব্রাহ্মণে।

দ্রুতপদে বিকর্ম্মার প্রবেশ।

বিকর্ম্মা। এসেছিস, এসেছিস, আমি এই ক' দিন তোর মুখ চেয়ে এই পথে দাঁড়িয়ে আছি। কি বল্লে—কি বল্লে? বলি, আমি যা বলেছিলাম, সে কথা মিল্‌ল কি না?

সুদামা। হায় দাদা, বন্ধুকে আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করতে একেবারে ভুলে গেছি। তাকে দেখলে যে সব ভুল হ'য়ে যায় দাদা! আনন্দে আর কোনও জ্ঞান থাকে না।

বিকর্ম্মা। আরে লক্ষ্মীছাড়া, তা ত জানি, তা না হ'লে আর অমন দশা হয়! সে ছোঁড়া যে আমাকেও হেব্‌ড়ে দিয়েছিল! তাকে তুই ভাবছিস কি? সে সব পারে। ক'দিনই তাকে দেখছি! আমার আহার-নিদ্রা সব গেছে সুদামা—আমি সর্ব্বদাই সেই বদমাসের মূর্ত্তিখানি দেখছি। জেগে ত এই, আবার স্বপ্নেও তাকে দেখি। হায় হায়! কেন তার কাছে গেছলুম, সে বুঝি ধূলোপড়া মন্ত্র জানে! আমাকে মন্ত্রে কেমন একতর ক'রে দিয়েছে, ভয় হচ্চে, পাছে তোর মত হ'য়ে পড়ি! তা হ'লেই ত আমার সব মাটি! আমার পাকা দালান-কোঠা রক্ষা করবে কে? সুদামা রে, কি করেছিলি ভাই, তেমন হতচ্ছাড়ার সঙ্গেও মিতালি করে? ওরে সে যাদুকর, সে ভেল্‌কিদার, সে সব করতে পারে।

সুদামা। এখন চল দাদা!

বিকর্ম্মা। চল্‌তে হবে বৈকি—এখন আর অপর কথা নেই। তার কাছ থেকে যত দূরে সরে পড়তে পারা যায়—ততই মঙ্গল। চল্ সুদামা—শীগ্‌গির চল্—আর একটু সম্‌ঝে চল্—তা'হ'লে আমি আর কোন ভেল্‌কিদারকে ভয় করিনি। **[উভয়ের প্রস্থান।**

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

[অট্টালিকার সম্মুখভাগ]

প্রহরীদ্বয় আসীন।

১ম প্রহরী। আরে গিধ্বড় সিং! ভগবান্ যিস্‌কো দেগা উন্‌কো ছাপ্পর ফোঁড়্‌কে দেগা।

২য় প্রহরী। এসি বাৎ, সাঁচ্চা বাৎ হ্যায়। ভেইয়া, ওসি বাৎ তো হাম কবুল গিব্‌তা নেই! হাম সম্‌ঝাতে হে—লেগেন এহি দুনিয়ামে বিল্‌কুল তামাসা হোগা!

১ম প্রহরী। বিলকুল তামাসা হোগা!

২য় প্রহরী। লেগেন হাম লোক্‌কা এত্‌না উমর হুয়া, ইস্‌মাফিক্‌ আজব তামাসা কভি নেহি দেখা! দিনমে দেখ্‌তা বড়া বড়া ফুটা ছাপ্পর, ফজিরমে ইসি তাজ্জব ইমারৎ! হাতিশালামে হাতী, ঘোড়াশালামে ইয়া ইয়া তেরিয়া ঘোড়া, গোশালামে গোমাতা, কাহারি-মহল্লা, পূজারি-মহল্লা, নকর-মহল্লা—যেসি রাজালোক মাফিক্‌ তেসি মহল্লা, তেসা পছন হোতা লোক-লস্কর—দোবে চোবে—দারোয়ান জমাদার—গোম আধ্বার সিং—হাম গিধ্বড় সিং—সব হিঁয়াপর আওসে মিল্‌তা! নাসব ত ভেইয়া সুদামাঠাকুরকে,—ইস্‌মাফিক্‌ নসীব দুনিয়া ঢুঁড়কে কাভি দেখ্‌নে সেক্‌তা নেই ভেইয়া!

১ম প্রহরী। সাঁচ বাৎ হ্যায়, সাঁচ বাৎ হ্যায়! নে গজল লাগাও ত ভেইয়া—লাগাও গাঁজাসে দম্‌। (গাঁজিকা সেবন)

২য় প্রহরী। লাগাও হরদম্‌। (গঞ্জিকা সেবন)

উভয়ে। **গীত**

আরে আরে ঢীট নাগর চোর নন্দলালা।
পানিক পিয়াস দুধে কিয়ে যাব নিকালা নিকালা।
আরে আয়ে কি কহব তোয়, না বুঝলু হাম হৃদয়,
কাহে আয়ত যাওত বঁধু উতারো উতারো মুরখ নাগরয়ালা॥

বিকর্ম্মা ও সুদামার প্রবেশ।

বিকর্ম্মা। সুদামা, কোথায় এলুম বল্‌ দেখি, চিন্‌তে পার্‌ছিস্‌? এটা ত আমাদেরই গাঁ?

সুদামা। হাঁ দাদা, এত আমাদের সেই স্বর্গভূমি জন্মভূমি! সেই

খরস্রোতা নির্ম্মলা প্রবাহিনী, সেই সে অতি বৃদ্ধ বটতরু, সেই সদাহাস্যমুখ প্রতিবেশীগণের শুদ্ধ শুচিময় আনন্দ-মুখর কুটীর, সবই নাই, কেবল আমাদের বাসভূমির পরিবর্ত্তে যেন এ কোন ধনবানের অট্টালিকা সন্নিবিষ্ট হয়েছে! কি ভ্রম—

বিকর্ম্মা। ভ্রম কিরে আহাম্মক, এ আমাদের গাঁ নয়, আর এ আমাদের বাড়ীও নয়। চল্, চল্, কোথা এসে'ছি রে—দেখ্‌ছিস্—দুটো যম-দূতের মত দারোয়ান দাঁড়িয়ে! এখনি হয় ত আমাদের এসে গলা ধাক্কা দেবে।

সুদামা। না দাদা, এ যেন ইন্দ্রজাল—চল না কেন, ঐ প্রহরীদের জিজ্ঞাসা করা যাক্, এ কার গৃহ? এ গ্রামের নাম কি?

বিকর্ম্মা। আরে—আরে মূর্খ, ওরা যে দারোয়ান, ওরা একটা যে ভীষণ জাত! যাস্‌নি ভাই, আমরা এখান হ'তে পালাই চল্।

সুদামা। কেন দাদা, আমরা ত নিষ্পাপ, ওদের আমরা ভয় কর্‌ব কেন?

বিকর্ম্মা। তাইত গা, আমার দালান-কোঠা তাহ'লে কি হ'ল? এই কয় দিনের মধ্যেই ভেঙে চুরে নিলে নাকি? ভাই সুদামা—থাক্ ভাই, তুই ওদের কাছে যাস্‌নে। ওরা বড় ভয়ঙ্কর জাত—এখনি কেঁও ক'রে উঠবে!

সুদামা। না দাদা, এ রহস্য আমাকে বুঝতে হবে। আমি বেশ বুঝতে পার্‌ছি, এ আমাদের গ্রাম আর এই আমাদের বাস্ত-ভূমি! অথচ আমাদের গৃহাদির কোনমাত্র অস্তিত্ব নাই! এ ভ্রম সংশোধন আমায় কর্‌তেই হবে। প্রহরি! প্রহরি!

১ম প্রহরী। চোপরাও আদ্‌মি, কাহে তোম বক্ বক্ কর্‌তা দুষ্‌মণ?

বিকর্ম্মা। এই হ'য়েছে—এত বারণ ক'র্‌লুম, ভায়া আমার কিছুতেই

শুন্‌লে না, এখন নাও ঠেলা। ওরে সুদাম—পালিয়ে আয়, এ আমাদের বাড়ী নয়।

সুদামা। কহ রে প্রহরি! ইহা কোন্ গ্রাম,
কার ধাম, নাম কিবা তার—
শুনিবারে কৌতূহল জেগেছে পরাণে,
দেহ তার সত্য পরিচয়।

বিকর্ম্মা। ভায়ার আমার যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। ও সাধুভাষা কি কেঁয়েরা বুঝতে পারে—এখুনি ঠেলা মেরে উঠবে এখন!

২য় প্রহরী। কেয়া বাৎ পুছতা তোম আদ্‌মি?

সুদামা। এ গ্রামের নাম কি ভাই?

২য় প্রহরী। ই গাঁওকা নাম—নিম্নাপুর হোতা।

সুদামা। এ কোন্ মহাত্মার অট্টালিকা ভাই?

২য় প্রহরী। মহারাজ সুদামাঠাকুরকো পাক্কা ইমারৎ হ্যায়।

বিকর্ম্মা। বলে কি—নিম্নাপুর গ্রাম আর একটা আছে নাকি, আর সুদামা ঠাকুর নামে সেখানেও কি একজন সুদামা ঠাকুর থাকে নাকি! আমি ত কিছু ব্যাপারখানা বুঝতে পারছি না। একি কোন্ ভূতের মুলুকে এসে পড়্‌লাম নাকি!

সুদামা। ভাই প্রহরি! বর্ত্তমান সময় কি সেই মহারাজ সুদামাঠাকুর এ বাটীতে আছেন?

২য় প্রহরী। এসি বাৎ হাম নেহি জানতা।

১ম প্রহরী। আরে ভাগ্ যাও, ভাগ্ যাও। মহারাজ্‌কা খপর তোম কিস্ ওয়াস্তে হাম্‌রা পাস মাঙ্গে? জান্‌তা নেই—হামলোক সরকারকা নোকর হ্যায়—মহারাজকো নিমক খাতা হ্যায়। ভাগ্ যাও—ভাগ্ যাও।

বিকর্ম্মা। না, এগিয়ে যেতে হ'ল—ভাই সুদামা, তুই বল্ না, সেই সুদামাঠাকুরের দাদার নাম ত বিকর্ম্মা-ঠাকুরমশায় ?

২য় প্রহরী। হাঁ—হাঁ—মহারাজকো অগ্রজকা নাম হ্যায় বিকর্ম্মা-ঠাকুর-মহাশয়। তোম উন্‌কো পরিচয় কিসি ওয়াস্তে মাঙ্গে ?

বিকর্ম্মা। তবে বেটারা আর যায় কোথায়, এ সব আমাদের বাড়ী। আমারি দালান-কোঠার ওপর এই সব বাড়ী ঘর তৈরি হয়েছে। চল্ চল্ সুদামা, আর কোন ভ্রম নেই, চল্ বাড়ীর মধ্যে যাই—এখন আট্‌কায় আর কোন্ বাপে ? চল্ সুদামা ! (গৃহমধ্যে গমনোদ্যত)

প্রহরীদ্বয়। আরে উল্লুক—কাঁহা যাতা—জান্‌তা নেই জোর কর্‌নেসে শির যাগা !

বিকর্ম্মা। কাহে শির যাগা—যার ধন তার ধন নয়, নেপো মারে দই ! চল্ সুদামা, তুই ভয় খাচ্চিস্ কি ? এবার আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি, এ আমাদেরই বাড়ী, কেবল রকম ফের হ'য়েছে।

সুদামা। প্রহরি! ছেড়ে দাও, এ গৃহস্বামীই উনি, এঁর নাম বিকর্ম্মা-ঠাকুরমহাশয়, আর আমার নাম সুদামাঠাকুর।

প্রহরীদ্বয়। আরে এ দোনো আদমী পাগ্‌লা হ্যায়। যাও—যাও—ভাগ্ যাও। যাস্তি বাৎ বল্‌নেসে খারাপ হো যাগা ! আরে উল্লুক, কাঁহা যাতা ?

বিকর্ম্মা। ও বড় বৌ, বড় বৌ, ও ছোট বৌমা—তোমরা কোথা গো —এরা যে আমাদের ঘরে ঢুক্‌তে দিচ্চে না !

যমুনা ও সালঙ্কারা সুনীতার প্রবেশ।

যমুনা। প্রহরি ! প্রহরি ! পথ দাও, পথ দাও, এঁরাই তোমাদের প্রভু, এই গৃহের গৃহস্বামী। বলি এসেছ ! মনে পড়েছে ?

বিকর্ম্ম। হাঁ, হাঁ, সে কথা পরে হবে—এখন ব্যাপারটা কি খুলে বল দেখি? এ বাড়ী-ঘর রাতারাতি করলে কে?

সুদামা। বন্ধু—বন্ধু—কৃষ্ণ রে, ভাই আমার, একি তোর খেলা ভাই!

বিকর্ম্মা। র'স্—একটু চুপ কর্ সুদামা, ব্যাপারটা আগে কি বুঝি, তারপর বন্ধু বন্ধু ক'রে তুইও ক্ষেপ্‌বি এখন, আমিও ক্ষেপ্‌বো এখন।

যমুনা। গোবিন্দ একটা পাথর কুড়িয়ে পায়, সে পাথর ধরে আমরা যা ভাবি, তাই হয়।

বিকর্ম্মা ও সুদামা। কৈ সে গোবিন্দ! সে গোবিন্দ কৈ?

যমুনা। সে আমাদের পাথর নিয়ে কোথায় যে পালিয়েছে, তার সন্ধান নেই।

বিকর্ম্মা ও সুদামা। হা গোবিন্দ—হা গোবিন্দ! সব সেই গোবিন্দের কাজ। ভাই গোবিন্দ রে, কোথা গেলি ভাই! (উভয়ের মূর্চ্ছা)

যমুনা। ছোট বৌ, জল আন। (সুনীতাকর্ত্তৃক জলপ্রদান)

সুদামা। ভাই রে গোবিন্দ! ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে ভুলিয়ে রেখে গেলি ভাই! না, না, এ ঐশ্বর্য্য চাই না—এ অট্টালিকা চাই না, তোকে চাই, আয় গোবিন্দ! ঘরে আয়—ভাই রে আমার, তোর ঘর-সংসার ভোগ করবে কে ভাই! আয় গোবিন্দ ঘরে আয়।

বিকর্ম্মা। ভাইরে—তোকে আমরা ঘরে পেয়েও চিন্‌তে পারলুম না! আয় গোবিন্দ, চলে আয়—আমি তোর বড় ভাই—আমার কথায় কি ভাই রাগ করতে হয়! ও গোবিন্দ, ঘরে আয়—ও ভাই গোবিন্দ! আয় ভাই, ঘরে আয়—

সুদামা। দাদা—দাদা—গোবিন্দ নাই! কোথা যাব—সব শূন্য দেখছি, এক গোবিন্দ বিহনে সব অন্ধকার! না, না, কিছুতেই পাপ প্রাণ রাখতে পারব না। আয় গোবিন্দ, ঘরে আয়—

সুনীতা। ওগো—গোবিন্দ বলেছে, এ পাথরের নাম পরশ পাথর, এই ধর—একে যা চাইবে, তাই দিবে। (প্রস্তর দান)

সুদামা। (প্রস্তর গ্রহণ) আর কি চাইব, এ শূন্য ধরায় আর আমার চাইবার কি আছে? আমার সংসারের দুর্লভ নিধি গোবিন্দকে চাই। আয় গোবিন্দ, ঘরে আয় ভাই!

সহসা রাখালগণসহ গোবিন্দের শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকাশ।

রাখালগণ। **গীত**

"হের হের মাধবকো মধুর সুবেশং।
চন্দ্রক চারু মুকুতাফলমণ্ডিত, অলি কুসুমাইত কেশং॥
তরুণ অরুণ, করুণাময় লোচন, মনোসিজ তাপবিনাশং।
অপরূপ রূপ, মনোভব মঙ্গল, মধুর মধুর মৃদু হাসং॥
অভিনব জলধর, কলিত কলেবর, দামিনীবসনবিকাশং।
কিয়ে জড় অজড়, সকল পুলকাইত, কুঞ্জভবনকৃতবাসং।
যো পদ পঙ্কজ, ভব নারদ অজ, ভাব অভাব বিশেষং॥"

যবনিকা পতন